ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 April, 2021 ■ আগরতলা, ৯ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ২৬ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৬৮৫ জনের প্রাণ

১১ থেকে ১৪ এপ্রিল 'টিকা উৎসব' পালনের আবেদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতে হু হু করে বেড়েই চলেছে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা। বুধবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,২৬,৭৮৯ জন, এই সংখ্যাই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৬৮৫ জনের প্রাণ। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে ৯.১০-লক্ষের (৭.০৪ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সেরে ওঠাও স্বস্তি দিচ্ছে, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫৯,২৫৮ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১৮,৫১,৩৯৩ জন করোনা-রোগী (৯১.৬৭ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ১,২৬,৭৮৯ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২৯,২৮,৫৭৪-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬৮৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬৬,৮৬২ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ১০ হাজার ৩১৯ জন (৭.০৪ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৬৬,৮৪৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৯ কোটি ০১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬৭৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২৯,৭৯,২৯২ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ২৫.১৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ

(আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ এপ্রিল সারা দিনে ১২,০৮,৩২৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৫,১৪,৩৯,৫৯৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,১৫,৭৩৬ জন।

দ্রুততার সঙ্গে ভারতে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৫৫,২৫০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫৯,৮৫৬ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৬৬,১৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬৩০ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,১৭,৯২,১৩৫ জন (৯২.১১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৫৫,২৫০ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৮,৪৩,৪৭৩ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৬.৫৯ শতাংশ)।

দেশজুড়ে আছড়ে পড়েছে করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ। প্রায় রোজই রেকর্ড সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার চিন্তার ভাঁজ ফেলছে প্রশাসনের কপালে। এহেন পরিস্থিতি ভ্যাকসিনকে হাতিয়ার করে এই মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার ১১ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত 'টিকা উৎসব' পালন করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার, দেশে বেড়ে চলা করোনা সংক্রমণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভারচুয়াল বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, "আমাদের কাছে করোনা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে। যে কোনও ভাবে আমাদের মৃত্যুর হার কম রাখতে হবে। আবার কঠিন সময় আসছে। আমাদের সতর্কতায় ঢিলেমি করলে চলবে না।" সম্পূর্ণ লকডাউনের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদি 'মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন' তৈরির উপর জোর দিয়েছেন। এছাড়া,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নতুন সংক্রমিত ৩৭ জন

আগরতলা, ৮ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরায় বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় অনেকটা বেড়ে ৩৭ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১১৬ জন। নিঃসন্দেহে ত্রিপুরার জন্য তা অশনি সংকেত, অকপটে একথা বলেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তবে, অন্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরা অনেকটাই ভাল অবস্থায় রয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে নিজ অফিস কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, করোনার প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ-বিষয়ে এক তথ্য তুলে তিনি জানান, ২৮ মার্চ একজন-ও করোনা আক্রান্ত পাওয়া যায়নি। তখন সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৭। যা গত ২৪ ঘন্টায় ৩৭ জন করোনা আক্রান্ত নিয়ে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১১৬। তাঁর কথায়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে করোনার বাড়বাড়ন্তএ কোথাও লক ডাউন, নৈশ কালীন কারফিউ জারি করা হয়েছে। তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, দিল্লি, গুজরাট, ওড়িশা, রাজস্থান, তামিলনাড়ুতে করোনা মোকাবিলায় কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে লকডাউন এবং নৈশকালীন কারফিউর মত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ফলে, বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনও অধিকাংশ বন্ধ রেখেছে রাজ্যগুলি।

আজ স্বাস্থ দফতরের মিডিয়া বুলেটিন-এ দেখা গেছে, গত ২৪ ঘন্টায় মোট ১৫১২ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। এদিকে, ৮ জনের আজ করোনা টেস্ট-র রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৬। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.১৮ শতাংশ। আক্রান্তের নিরিখে রাজ্যে সুস্থতার হার ৯৮.৪৮ শতাংশ।

উপ-মুখ্যমন্ত্রীও করোনা আক্রান্ত

আগরতলা, ৮ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা-ও করোনা আক্রান্ত হলেন। আজ তাঁর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি বর্তমানে হোম আইসলেসনে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পর উপমুখ্যমন্ত্রীর করোনা আক্রান্তের ঘটনা ভীষণ চিন্তায় ফেলেছে। কারণ, এডিসি নির্বাচন সমাপ্ত হতেই একের পর এক হাই প্রোফাইলদের করোনা আক্রান্তের ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার বিজেপির ৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপমুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। এছাড়া বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি ডা: মানিক সাহা, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল মুখ্যমন্ত্রী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় সংস্পর্শে থাকার কারণে আজ উপমুখ্যমন্ত্রী করোনার নমুনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পঠন-পাঠন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাজ্যে

আগরতলা, ৮ এপ্রিল (হি. স.)।। করোনার প্রকোপ বৃদ্ধির প্রবণতা দেখে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পঠন-পাঠন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরার শিক্ষা দফতর। এছাড়া, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পঠন-পাঠন রোজ হওয়ার বদলে একদিন অন্তর হবে। আজ শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ একথা জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, করোনার প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে স্কুল-কলেজগুলি কতদিন খোলা রাখা সম্ভব হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। এমনিতেই, সরকারি স্কুলগুলিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া এখনও সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, মে মাসের অন্তিম সপ্তাহ নাগাদ ওই বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে দফতরের। কিন্তু, এরই মধ্যে করোনা আবারও ভয়ংকর হয়ে উঠছে।

আজ শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পঠন-পাঠন বন্ধ থাকবে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পঠন-পাঠন একদিন অন্তর হলেও অন্যান্য শ্রেণী, কলেজ এবং হোস্টেল যথারীতি খোলা থাকবে।

আজ শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের সভাপতিত্বে শিক্ষা দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজকের বৈঠকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে দপ্তরের পক্ষ থেকে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আরও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গৃহিত সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাস সপ্তাহে তিনদিন অর্থাৎ একদিন পর একদিন চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণী থেকে যথারীতি ক্লাস চালু থাকবে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

তিনি বলেন, বিদ্যালয়সমূহের হোস্টেল খোলা থাকবে। তবে স্কুলে জমায়েত, খেলাধূলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। বার্ষিক পরীক্ষা, প্রি-বোর্ড পরীক্ষাসহ বোর্ডের পরীক্ষার সূচি এখনও পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকছে। ডিগ্রী কলেজ, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথারীতি খোলা থাকছে। তবে কোভিড-১৯ প্রটোকল মেনে বিদ্যালয়সমূহ চালু থাকবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষতি হবে জেনেও দপ্তরকে বাধ্য হয়েই স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। সরকার পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

খাসিয়ামঙ্গলে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার খাসিয়ামঙ্গলে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তির পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার তেলিয়ামুড়া থানাধীন খাসিয়ামঙ্গলস্থিত প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর কার্যালয়ের সন্নিকটে।

মৃতদেহ উদ্ধার হয় বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টা নাগাদ।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন খাসিয়ামঙ্গল স্থিত প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর কার্যালয়ের সন্নিকটে এক ব্যক্তির পচা গলা মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন। মৃতদেহটি আনুমানিক প্রায় ৬০ বছর বয়সী কোন ব্যক্তির হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। ইতিমধ্যেই সনোগ্রাফী, এক্সরে এবং সিটিস্ক্যান করা হয়েছে। তাছাড়াও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কিছু পরীক্ষা করা হয়েছে। সবকিছুই স্বাভাবিক রয়েছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎকার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকদের টিম। এদিন চিকিৎসকদের প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের জ্বর নেই বলেও জানিয়েছেন চিকিৎকরা। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটো চালককে মারধরের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

ধর্মনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। ধর্মনগর কদমতলা সড়কে ইচাইরপাড় এলাকায় নিরীহ অটো চালককে মারধর করার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কদমতলা ধর্মনগর সড়ক অবরোধ করে অটো চালকরা।নিরিহ অটো চালককে বেধড়ক মারধর করার প্রতিবাদে কদমতলা-ধর্মনগর সড়কে যান চালকদরা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পথ অবরোধ আন্দোলনে শামিল হয়।কদমতলা-ধর্মনগর সড়ক অবরোধ করে দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি জানায় চালকরা।

স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে কলেজ পড়ুয়া ও যাত্রীদের জীবন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। সকাল ৯ টা থেকে চলে এই পথ অবরোধ।টানা তিন ঘণ্টা অবরোধের পর কদমতলা থানার ওসির আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে যান চালকরা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে। এদিকে গুরুতরভাবে আহত অটোচালক উপেন্দ্র নাথের অবস্থা সংকটজনক দেখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকার কারণে সংকটজনক অবস্থায় জেলা হাসপাতালেই অটোচালক বর্তমানে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে কদমতলা থানাধীন ইছাইরপাড় এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন ব্রজেন্দ্র নগর গ্রামের বাসিন্দা উপেন্দ্র নাথ নিত্য দিনের মতো গতকাল রাত্রিবেলা উনার নিজের যাত্রীবাহী অটোরিকশা নিয়ে ধর্মনগর থেকে নতুন বাজার হয়ে ব্রজেন্দ্র নগর যাচ্ছিলেন।

নতুন বাজার সংলগ্ন ইছাইর পাড় এলাকায় আসার পর রাস্তায় দাঁড়ানো অপর এক অটোচালক ও অল্ট্রো গাড়ির চালকের মধ্যে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন ঃ গণনা কেন্দ্রে সিসিটিভির দাবী জানাল সিপিএম, কংগ্রেস ও তিপ্রা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। নির্বাচনের পর কমিশনের কাছে অভিযোগ জানায় তিপ্রা মথা পার্টি। বৃহস্পতিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে গিয়ে প্রতিনিধিদল অভিযোগ করে ৬০-৭০ টি বুথে পুনরায় ভোট করার দাবি জানান। কারণ সেসব বুথে ৬ এপ্রিল দুস্কৃতিকারীরা সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়েছে। এবং পোলিং এজেন্টদের মারধর সহ ছাপ্পা ভোটের ঘটনা ঘটিয়েছে স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে। কিছু কিছু জায়গায় পুলিশের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ নীরব দর্শকের মতো। ঘটনার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।পাশাপাশি আগামী ১০ এপ্রিল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন যাতে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা দাবি জানান নির্বাচন কমিশনারের কাছে। তিপ্রা মথার তরফ থেকে গণনা কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করারও দাবী জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখবেন বলে প্রতিনিধিদলকে জানিয়েছেন বলে জানা যায়। এদিন প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন তিপরা পার্টির চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, অনিমেষ দেববর্মা, এন্টনি দেববর্মা প্রমূখ। এখন দেখার বিষয় অভিযোগ পেয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কি ভূমিকা গ্রহণ করে। এদিকে তিপ্রা মথার তরফ থেকে এদিন সন্ধ্যায় রাজ্যপাল রমেশ বৈশ এর সাথে সাক্ষাৎ করে এইসব দাবীগুলি করা হয়েছে।

স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের দিন শাসক দলের প্রার্থীদের উপর হামলা, ভোট কর্মী এবং ভোটারদের সাথে দুর্ব্যবহারের সাক্ষী রয়েছে রাজ্যের সংবাদমাধ্যম। শাসক দলের সন্ত্রাসী ঘটনাগুলি সামাজিক মাধ্যমে উঠে এসেছে। নির্বাচনের পর এদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করে ৬৫ টি বুথে পুনরায় ভোট চেয়েছিল সিপিআইএম। পরে লিখিতভাবে কমিশনারের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু কমিশন থেকে কোন রকম অফিশিয়াল প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান বিজন ধর এবং গণমুক্তি পরিষদের রাজ্য নেতা তথা প্রাক্তন সংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরি নির্বাচন কমিশনের সাথে দেখা করে নির্বাচনের দিন যেসব সন্ত্রাসের ঘটনা গুলি ঘটেছে সেই বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনার এম এল দে জানান এ ধরনের কোনো রিপোর্ট কমিশনের কাছে আসেনি।

কিন্তু নির্বাচন কমিশনারের কাছে পূর্বের তিন বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বিরোধীদল সিপিআইএম এ ডি সি নির্বাচনের আগে থেকেই অবহিত করে এসেছিল।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসুস্থ বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। অসুস্থ বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। তিনি বর্তমানে একটি বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন ভোররাতে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন হার্টের সমস্যা নিয়ে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। ভয়ঙ্কর নেশার কবলে পড়ে অকালে প্রাণহানি ঘটে চলেছে বহু যুবকের। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকায় অতিরিক্ত নেশা করে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। সিরিঞ্জ দিয়ে নেশা গ্রহণ করতে গিয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বলে পারিবারিক সূত্রের খবর।পূর্ব থানার অন্তর্গত সাধু টিলা এলাকায় অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে গতকাল রাতে নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়েছেএক যুবকের।

তার নাম রোহিত সাহা।পরিবারের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে তাকে জিবি হাসপাতাল নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতালে রোহিদ সাহার বাবা অভিযোগ করেন এলাকায় নেশা বিক্রেতারা দীর্ঘদিন যাবৎ নেশা সামগ্রী বিক্রি করে আসলেও পূর্ব থানার পুলিশ ওই এলাকাগুলিতে অভিযান চালিয়ে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। নামকা ওয়াস্তে অভিযান চালিয়ে পুলিশ দায়িত্ব খালাস করার চেষ্টা করে থাকে। মৃত যুবকের বাবা জানিয়েছেন সে বেশ কিছুদিন ধরেই সিরিঞ্জ এর মাধ্যমে নেশা গ্রহণ করে চলেছে। নেশায় আসক্ত হয়ে পড়া ছেলেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারী জায়গা জবরদখলের অভিযোগ উঠল বন দপ্তরের আধিকারীকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। সরকারি খামারের জায়গা বলপূর্বক দখল করার অভিযোগ উঠল বনদপ্তরের অফিসারের বিরুদ্ধে। জবর দখলকারীর নাম মিঠুনদাস। তিনিচড়িলাম বনদপ্তরেৰ অফিসার। সরকারি খামারের জমি জবর দখলের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভা দেবীপুর সরকারি গো প্রজনন খামারে। সরকারি খামারের পক্ষ থেকে উপ অধিকর্তা এবং দপ্তরের অধিকর্তার নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে দেবীপুর খামারের সরকারি কর্মচারী সংঘের সম্পাদক বিজয় ভৌমিক লিখিতভাবে দপ্তর এবং দপ্তরের অধিকর্তার নিকট সেই নালিশ জানান। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কমলাসাগর দেবীপুর সরকারি খামারের হাঁসের খামারের পাশে একটি বনভোজনের স্পট রয়েছে। সেই বনভোজনের পাশেই শতাধিক কানি জায়গা রয়েছে খামারের।সেই খালি জায়গা আচমকা চড়িলাম বনদপ্তরেৰ অফিসার কারো সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা না করে সেই জায়গা জবরদখল করে নেন।

পরবর্তী সময়ে খামারের উপ অধিকর্তা জিজ্ঞেস করলেও বনদপ্তরেৰ অফিসার মিঠুন দাস তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ। এখন প্রশ্ন হলো সরকারি খামারের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাস্ক বিরোধী অভিযান জোরদার হল রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। করোনার সংক্রমণ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে আতংকিত সাধারণ মানুষ জন। জনগনকে সচেতন করতে ময়দানে নামল প্রশাসন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি দিনের পর দিন সংকটজনক আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। গোটা দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের রাজ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা প্রতি দিন বেড়ে চলেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেও করোণায় আক্রান্ত হয়েছেন।

রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কটুর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বাজারহাট, দোকানপাট এবং রাস্তাঘাটে চলাচলের ক্ষেত্রে মাস্ক পরিধান করা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অথচ একাংশের মানুষের মধ্যে এসব বিষয় নিয়ে উদাসীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাজার হাটে রাস্তাঘাটে মাক্স পরিধান না করে চলাফেরা করতে শুরু করেছে একাংশের মানুষজন। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশ রাজধানী আগরতলা শহর ও ও আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় এবং জিবি বাজার এলাকায় সচেতনতামূলক অভিযান চালানো হয়। বাইক এবং যানবাহনের চালকরা যাতে মাক্স পরিধান করে যাতায়াত করে সেদিকে কড়া নজর দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের প্রত্যেকে যাতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৭৭ ▫ ৯ এপ্রিল ২০২১ ইং ▫ ২৬ চৈত্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সতর্কতাই একমাত্র উপায়

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিদিন ব্যাপকহারে বাড়িতেছে। প্রথম এর চাইতেও এইবারের দ্বিতীয় ঢেউ মারাত্মক। এই ঢেউ না সামলাইতে পারলে দেশের সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ নামিয়া আসিতে পারে।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই করোনায় আক্রান্ত হইয়াছেন।গত কয়েকদিনের করোনা গ্রাফ প্রত্যক্ষ করিলে রীতিমতো সিউরে উঠিতে হয়।করোনার দ্বিতীয়ার্ধেও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর মারাত্মক আঘাত আনিতে পারে। এসব বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকিতে হইবে।অন্যথায় বিপদের ঘনঘটা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করিয়া তুলিবে। অতএব সকলকে এইসব বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

ছোট ছোট কনটেনমেন্ট এলাকা তৈরি করে, পরীক্ষার পরিমাণ বাড়িয়ে করোনাকে রুখতে হবে। গা-ছাড়া মনোভাব চলবে না। সঙ্গে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধের আরও দুই দাওয়াই। রাত্রিকালীন কার্ফু এবং বিপুল পরিমাণে টিকাকরণ।রাত্রিকালীন কার্ফুর উপযোগিতা মানিয়া নিয়াছে গোটা পৃথিবী। কার্ফু থাকিলে মনে থাকিবে যে আমরা করোনা পরিস্থিতিতে রহিয়াছি।” দ্বিতীয় দাওয়াইটির মাধ্যমে, আগামী ১১-১৪ এপ্রিল দেশে টিকা উৎসব পালন করা হইবে।

করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধেয় দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই করোনা সংক্রমণ ঠেকানো প্রসঙ্গে মোদী বলেন, “করোনার এই দ্বিতীয় ঢেউয়ের একটা বড় কারণ দেশবাসীদের গা-ছাড়া মনোভাব। অনেক ক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসনের পদক্ষেপেও এই গয়ংগচ্ছ বিষয়টি লক্ষ্যনীয়। এই মনোভাব নিয়া চলিলে করোনার এই দ্বিতীয় ঢেউকে ঠেকানো যাইবে না।আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ছোট ছোট কনটেনমেন্ট জোন।” করোনা আক্রান্ত এলাকাগুলিকে ছোট ছোট কনটেনমেন্ট জোনে ভাঙ্গিয়া পরীক্ষার পরিমাণ বাড়ানো। করোনাকে প্রতিহত করিবার উপায় একটাই। তাহাকে চিহ্নিত করা। সেই নিরিখে মোদীর পরামর্শ, করোনা পরীক্ষা করাইবার ক্ষেত্রে অতিসক্রিয় হইতে হইবে। “যেকোনও মূল্যে সংক্রমণের হার কমাইতে হইবে।আর পরীক্ষার পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

টিকা উৎসব ,“আমাদের হাতে করোনাকে রুখিবার বড় অস্ত্র এখন। অনেক অস্ত্র মজুত এখন। টিকাকরণে পিছাইয়ায়া থাকিলে চলিবে না। বয়সসীমা ন মানিয়া যত বেশি সম্ভব টিকাকরণ করিতে হইবে। আগামী ১১ থেকে ১৪ এপ্রিল টিকা উৎসবে সকলকে আগাইয়া আসিতে হইবে। এতে কিছুটা হইলেও সংক্রমণ ঠেকানো যাইবে।

মেট্রো করে দেওয়ার আশ্বাস চেয়ে বেহালায় ভোট চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি স)। “জোকা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত মেট্রো করে দেব। আমি জানি কীভাবে কাজ করতে হয়।” বৃহস্পতিবার বেহালায় জনসভায় এই আশ্বাস দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ”আমি থাকলে এই জায়গায় ১ বছরে মেট্রো করে দিতাম। আমি ভবিষ্যৎটা জানতাম। সবই আমার করা। আগামী ১০ তারিখ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৫ টি আসনের মধ্যে ভোট হবে বেহালার দুই কেন্দ্র — বেহালা পূর্ব ও বেহালা পশ্চিমে। তার আগে আজ শেষ জনসভায় বক্তব্য রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায় ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসমর্থন টানতে গিয়ে বেহালার সামগ্রিক পরিস্থিতির উল্লেখ করেন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রে ক্ষমতায় না থেকে, ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে চরম সংঘাতে গিয়ে কীভাবে তিনি জোকা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত মেট্রো করে দেবেন? রেলমন্ত্রী থাকাকালীন কলকাতায় ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো তৈরির প্রস্তাব পাশ করিয়ে কাজে গতি আনার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দ্বৈরথে যাওয়ার পর দখলদার অধ্যুষিত বিভিন্ন জমি রাজ্য খালি করে না দেওয়ায় পিছিয়ে গিয়েছে বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্প। এ নিয়ে রেলমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন। বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনোদিত অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছে। জোকা পর্যন্ত মেট্রো রেলের কাজ অনেকটাই শেষ। চলতি বছরের শেষদিক থেকে হয়ত পরিষেবাও চালু হয়ে যাবে। আর বেহালার দুই বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটপ্রচারে এই মেট্রো রেলকেই হাতিয়ার করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বক্সিরহাটে পথ দুর্ঘটনায় আহত ২

বক্সিরহাট, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : কোচবিহারের বক্সিরহাটের জোড়াইমোড়ে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন দু'জন। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে। আহত দু'জন হলেন গাড়ির চালক জাহিদুল ইসলাম ও অসমের ফকিরা গ্রামের বাসিন্দা খয়বর আলি। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে ট্রাক চালক পলাতক। রসিদুল ইসলাম জানান, তাঁর ভাঙা পায়ের চিকিৎসা করাতে এদিন দাদা খয়বর আলি তাঁকে নিয়ে একটি গাড়িতে করে কোচবিহার যাচ্ছিলেন। তাঁদের গাড়ির আগে একটি ট্রাকও যাচ্ছিল। কিন্তু জোড়াই মোড়ে আসতেই হঠাৎ করে ট্রাকটি দাঁড়িয়ে যাওয়ায় পেছনে থাকা তাঁদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় গাড়ির সামনের অংশের ক্ষতি হয়। গাড়ির চালক ও তাঁর দাদা গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা সেখানে পৌঁছে আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। খয়বরের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। জাহিদুলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে রসিদুলের চিকিৎসার জন্য তাঁকে কোচবিহারের পাঠান হয়। ট্রাক ও চালকের খোঁজ চলছে।

হুইল চেয়ারে বসা মডেল মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দিতে চান এক প্রতিবন্ধী

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন এক প্রতিবন্ধী। হুইল চেয়ারে বসা ওই মডেল তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দিতে চান।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়া এলাকার বাসিন্দা বছর ৩৩-র গৌতম সেন একজন বেকার যুবক। তিনি একজন ভাস্কর্য শিল্পী। শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী হলেও দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিভিন্ন রকম উপকরণ দিয়ে তিনি ঠাকুর দেবতা সহ অন্যান্য বিভিন্ন রকম ভাস্কর্য তৈরী করেন। মুখ্যমন্ত্রী যতবার জলপাইগুড়ি সফরে আসেন গৌতমবাবুর চেষ্টা থাকে তাঁর হাতে তৈরী মডেল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়ার। ২০১৬ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ৪ বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভিন্ন রকমের মডেল তিনি বানিয়ে দিয়েছেন।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী পায়ে চোট পাবার ঘটনাটি গৌতমবাবুর মনে আঘাত দেয়। ভাঙা পা নিয়ে কষ্ট করে হুইল চেয়ারে বসে রাজ্যজুড়ে প্রচার করা কতটা কষ্টের তা একজন প্রতিবন্ধীর মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়ে দেয়। গৌতমবাবু কার্যত বেকার যুবক বলে দামী জিনিস কিনে তা মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই তাঁর। তাই এবারে ইট খোদাই করে মুখ্যমন্ত্রী হুইল চেয়ারে বসে আছেন এমন একটি মডেল বানিয়েছেন। ইচ্ছে আছে নিজের হাতে তা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়ার।

গৌতমবাবু জানালেন, ‘আমি একজন প্রতিবন্ধী। কারও পা খারাপ থাকলে তার কতটা শারীরিক কষ্ট হয় তা আমি বেশ ভালই বুঝি। আর ভাঙা পা নিয়ে হুইল চেয়ারে বসে রাজ্যজুড়ে প্রচার করা কতটা কষ্টের ব্যাপার তা বুঝি বলেই খুব কষ্ট পাই। তাই এমন মডেল বানিয়েছি। আমি চাই মুখ্যমন্ত্রী আগামী ১৪ তারিখ জলপাইগুড়িতে ভোট প্রচারে এলে নিজে হাতে এটা ওনার হাতে তুলে দিতে। জানিনা আমার সেই ইচ্ছা পূরণ হবে কিনা।’হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মহাতীর্থ রাজীব লোচন মন্দিরের ইতিকথা

সবিতা চক্রবর্তী

২০২১ সালের আগমন সারা বিশ্বের মানুষের মনে আশা বন্যা বইয়ে ছিল। সবাই ভেবে নিল এবার খোলস শুরু হওয়া যাবে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিও জানান দিচ্ছে করোনা অতিমারীর গ্রাফ নিম্নমুখী। তাই আমার মনে খুব আসার আলো জাগল যে এবার ঘড় ছেড়ে বাইরে বেরুনো যাবে। ঘরে বসে থেকে যে স্থিবিরতা পেয়ে বসেছিল তার থেকে এবার মুক্তির শ্বাস নেওয়া যাবে। মুক্তির শ্বাস নেওয়ার আশায় আমরা ঠিক করলাম মহাতীর্থ ক্ষেত্রে এবং প্রসিদ্ধ রাম রাজীবন লোচন মন্দির দেখতে যাব। রায়পুর থেকে ষাট কিলোমিটার দূরত্বে রাজীম একটি জেলা। ঐ জেলাতেই এই মন্দিরটি রয়েছে। যেমনি ভাবাযাবে সাথেই বেড়িয়ে পড়া। সেদিন ছিল বুধবার। আমার একমাত্র মেয়ে বলল ছুটির দিনে খুব ভীড় নিশ্চয়ই ওরা সেদিন অফিস ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে পড়া স্থির করে নিল। সকাল আটটায় স্নান সেরে সবাই মিলে সাধারণ প্রস্তুতি নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। রায়পুর শহর থেকে বেড়িয়ে অনেকটা গ্রাম্য জনপদ ধরে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। দুদিকে বিস্তৃর্ণ প্রান্তর। কোথায় ফসল ফলে রয়েছে। গমের ক্ষেত, ধানের ক্ষেত আবার কোথাও কোথাও নতুন আবাসন গড়ে উঠছে। কোথাও নতুন ফসল তোলার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। খড়ের গাদা, স্তুপীকৃত ধান এবং গমের ক্ষেতে প্রচুর লোক কাজ করে যাচ্ছে। সারি সারি লরী দাঁড়িয়ে আছে ধান বড় নয় বাদামী হয় কিছু লরী শহরে চলে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও হাল্কা জনবসতি, গ্রাম্য হাট বাজার চোখে পড়ছে। রাস্তার দুধারে আবার অপেক্ষাকৃত বড় বনস্পতি দেখা যাচ্ছে। বেশির ভাগই নিম, তেতুল এবং আরো কত নাম না জানা বৃক্ষ। এসব দেখতে দেখতে আমরা একসময় মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম, মূল মন্দিরের প্রায় দুই কিলোমিটার আগে মূল মন্দিরের অনুরূপ আর একটি মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। কেননা মূল মন্দিরের রাস্তা এতটাই দুর্গম সব তীর্থযাত্রীদের পক্ষে মূল মন্দিরে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। তাই কেউ যেন শূন্য হাতে হতোদ্যম হয়ে ফিরে না যায় এই কারণে এই ব্যবস্থা। প্রতিকী মন্দির থেকে আরো প্রায় এক কিলোমিটার আগে আমাদেরকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে হলো। কারণ এরপর আর গাড়ি যাওয়ার পারমিশন নেই। আমরা তাই পায়ে হেটে রওনা হলাম। এবরো খেবরো উঁচু নীচু পথ। পথচলা তাই কিছুটা কষ্টকর। একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে ও এসব জায়গার রাস্তার হাল বিশেষ বদল হয় নি। রাস্তার দুধারে অনেক বড় বড় তেতুল গাছ। গাছগুলো বেশ পুরোনো বলে মনে হল। সবগাছেই প্রচুর তেতুল ফলে আছে। বোনানো তেতুলগুলো বেশ সুদৃশ্যই লাগছিল চলতে চলতে আমরা কিছু সময়ের মধ্যেই মন্দির চত্বরে পৌঁছে গেলাম। মন্দিরের সামনে বিরাট

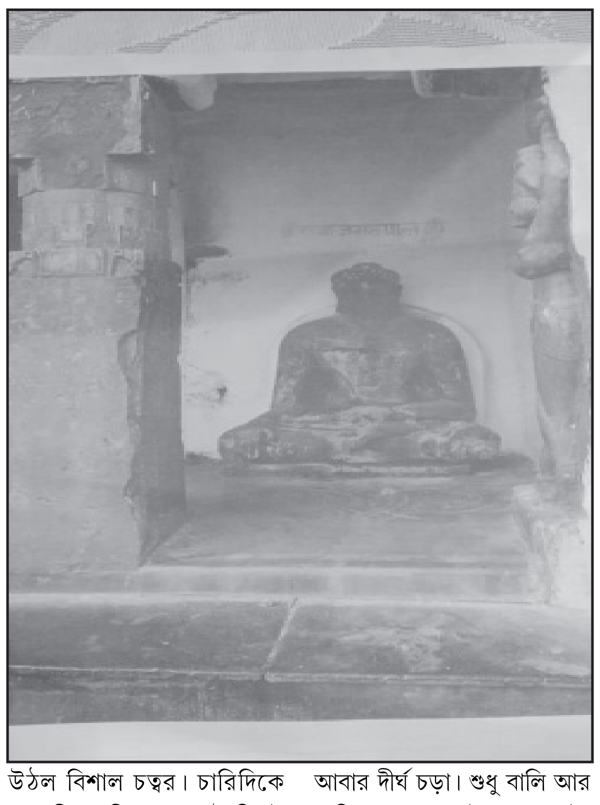

উঠল বিশাল চত্বর। চারিদিকে বেশ কিছু মন্দির। প্রথমেই বিরাট অংশ জুড় আছে মূল রাজীব লোচন মন্দির। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম তখনও পুজো চলছে। ধূপ ধুনা এবং ফুলের গন্ধে। একটা অত্যন্ত যায় সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করা গেল। মন্দিরের ভিতরে ভগবান বিষ্ণুর কালো পাথরের মূর্তি । সালংকারের দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা সবাই পুজো সেরে প্রণাম করে মন্দির ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম। খুব বেশি লোক সমাগম ছিল না। তাই বেশি কষ্ট হয় নি পুজো দিতে। মন্দিরের গায়ে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি এবং কাহিনী খোদাই করা আছে। এইসব কারুকার্যগুলি মন্দিরের সৌন্দর্য এবং মহিমা বহুগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর ওখান থেকে নেমেই পাশেই একটি জগন্নাথ মন্দির। শীতলা মন্দির, দুর্গা মন্দির, রাম সীতা মন্দির, বারো অবতার এর মন্দির। একে একে সব পরিদর্শন করে আমরা এগুতে থাকলাম। বিশাল মন্দির চত্বর ঘুরে ঘুরে মন্দিরের সৌন্দর্য এবং মহিমা উপলব্ধ করতে চেষ্টা করলাম। একে একে সমস্ত মন্দির দর্শন করার পর আমার মেয়ে ঠিক করল মূল মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে পারলে মনে শান্তি পাওয়া যেত। এত দুর আসার কাষ্টটা ও সার্থক হতো। কিন্তু আমার পায়ে ব্যথার জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়াই একটা বিরাট সমস্যা বলে ওদের মনে হচ্ছে। কেননা মন্দিরে যাওয়ার পথটি খুব একটা সহজ সাধ্য নয়। এখান থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ যেতে হবে পায়ে হেটে। সমস্ত পথটিই নদীর উপর দিয়ে কিছুটা জল কিছুটা চড়া, শীতের সময় হওয়াতে জলস্তর বেশ কম। কিছুটা জল অতিক্রম করার পর আবার দীর্ঘ চড়া। শুধু বালি আর বালি। পায়ে হেটে পথ চলাটা কিছুটা কঠিনই ছিল। সাহস সঞ্চয় করে যাত্রা শুরু করলাম। পার থেকে বেশ কিছুটা নীচে নেমে তারপর চলতে হবে। গেল হরিদ্বারের লছমল ঝোসার অনুরূপ একটি সেতু তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এর নির্মাণ পর্ব শেষ হতে

আর ও অনেক দেরী। তাই ঐ মূল মন্দিরে কম লোকই যাতায়াত করে। নদীতে প্রায় হাটু সমান জল অতিক্রম করে আমরা চলেছি। কিছুদূর গিয়েই দেখলাম দুই যুগল স্বামী স্ত্রী। বৃদ্ধ বয়স দু'জনেই চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু দু'জনেই দু'জনের দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছে। হাত পেতে সবার কাছে খাবার চাইছে। পয়সা নয়। কারণ পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খাবার সামর্থ ওদের নেই। যখনই কেউ কিছু দিচ্ছে ওরা সেই খাবারটা দু'জন দু'জনকে খাইয়ে দিচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ ওদের সামনে দাঁড়িয়ে সহমর্মী হয়ে ভাবলাম ঈশ্বরের কি অদ্ভুত পরিহাস। এভাবে ওদের বাঁধন তৈরি করে দিয়েছে যে কারণে এরা একে অপরকে নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে, এবং বেঁচে থাকছে। একেই কি বলে প্রকৃত ভালবাসা যা একে অপরকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছে তো নাই বরং কঠোর বাধনে বাঁধা পড়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলার পড় রেখেছে। যাই হোক অবশেষে মন্দির পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। কিন্তু এবার দেখছি আরও বড় পরীক্ষা। মন্দিরে ওঠার জন্য বেশ খাড়া ষাটটি সিঁড়ি। আমার মেয়ে তো একেবারে নিশ্চিত আমার পক্ষে কিছুতেই মন্দিরে ওঠা সম্ভব নয়। বার বার আমাকে অনুরোধ করাছে মন্দিরে না ওঠার জন্য। বলছে তুমি থাক আমি গিয়ে পুজো সেরে আসি। কিন্তু আমি ভাবলাম এতটা পথ এসে ভগবান রাজীব লোচনের দর্শন পাব না এটা কি করে মেনে নেব। তাই মনে ভাবলাম দেখিনা চেষ্ট করে। যদি না হয় না হবে। মনের শক্তি সঞ্চয় করে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে গেলাম এবং এক এক করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকলাম। সিঁড়ির দুই দিকে র‍্যালিং এবং মাঝখানে দড়ি বাধা এক দিক দিয়ে তীর্থযাত্রীরা মন্দিরে উঠছে অপর দিক দিয়ে পুজো সেরে অন্যরা নেমে আসছে। আমি থেমে থেমে একটি একটি সিঁড়ি উঠি শেষ পর্যন্ত মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। শেষ সিঁড়িতে যখন পা রাখছি আমি তখন একেবারে ঘামাক্ত কলেবর। এই শীতের দিনে ও গায়ে ঘাম হচ্ছে। এখানে বলে রাখা দরকার সময়টা ছিল জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি মনে হল কতটা কষ্টসাধ্য এই পথ। ঈশ্বরের উদ্দেশে আবার শতকোটি প্রণাম জানালাম আমাকে শেষ পর্যন্ত মন্দিরে নিয়ে আসার জন্য। উপরে উঠেই মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম এবং দেখলাম খুব বেশি তীর্থযাত্রী নেই। কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা। সবাই যে যার মত করে পুজো দিয়ে ফিরে যাচ্ছে কিছু সময় দাঁড়ানোর পরই আমার মনে হল সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম একটি বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষ পুরো মন্দির চত্ত্বরটি ঘিরে ছায়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হল বহু পুরোনো গাছ। কোথাও এতটুকু রৌদ লাগার অবকাশ নেই। তির তির করে হাওয়া দিচ্ছে কিছু সময় দাঁড়িয়ে মন্দিরে পুজো দিতে গেলাম মন্দিরের ভিতরে ভগবান রাজীব লোচন দাঁড়িয়ে আছেন। কালো পাথরের সামলঙ্কার মূর্ত্তি। বহু পুরোনো মন্দির কাঠের দরজা জানালা গুলো কাঠের বলে ভ্রম হচ্ছিল। পাশে যে লেখাগুলো আছে তা দেখে বুঝতে পারলাম খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। মহাভারতের গ্রীস রাজা নলের বংশধরদের হাতেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, কথিত আছে ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে একদিন আদেশ করেছিলেন পৃথিবীতে তথা মর্ত্তে গিয়ে ভগবান বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা কর। কিন্তু বিশ্বকর্মা সমস্ত পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখেও এমন কোন পছন্দমত স্থান পেলেন না যেখানে ভগবান বিষ্ণুর অধিষ্ঠান হতে পারে। তাই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তিনি আবার ব্রহ্মার কাছে ফিরে গেলেন। সমস্ত জায়গার বিবরণ দিয়ে তিনি তার অসমর্থতার কথা জানালেন। ব্রহ্মা সব শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ঠ হয়ে স্বর্গ থেকে একটি ফুল ছুড়ে মারলেন এবং বললেন যাও গিয়ে দেখ এই ফুল কোথায় পড়েছে যেখানে এই ফুলটি দেখবে ওখানেই ভগবান বিষ্ণুর মন্দির তৈরি হবে। বিশ্বকর্মা আবার পৃথিবীতে এলেন। খুঁজতে খুঁজতে তিনি মধ্য প্রদেশের রাজীম জেলার এই স্থানে ফুলটি খুঁজে পেলেন। তাই এখানেই মন্দিরটি তৈরি করে ভগবান বিষ্ণুকে প্রতিষ্ঠা করলেন। স্থানটি একটি স্বল্প পরিসর পাহাড়ের উপর। এই পাহাড়টিকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে মহাননী। জনশ্রুতি আছে যে বর্ষাকালে নদীর জল বেড়ে এই পাহাড় সমান উঁচু হয়। কিছু উপরে উঠেনা। মন্দিরের পুজো কার্যে এসে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তীর্থ যাত্রীরা তখন গাড়িবোঝই যাতায়াত করে। পুজো সেরে প্রণাম সেরে মন্দিরের ভেতরে তাকিয়ে দেখলাম বিগ্রহের পাশে একটি বিছানা পাতা। রাত্রিতে এখানে ভগবানের শয়ন দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ও একটি জনশ্রুতি আছে। রাত্রিতে পুরোহিত পুজো সেরে প্রতিদিন একটি পরিষ্কার চাদর, বালিশের কভার ও পাশবালিশের কভার পালটিয়ে গায়ে দেবার চাদর পেতে মশারি খাটিয়ে সবদিক বন্ধ করে দরজায় তালা লাগিয়ে চলে যান। পরদিন সকালবেলা এসে তিনি মন্দির খুলে দেখতে পান ঐ বিছানায় কারো শয়নের চিহ্ন। চাদর এলোমেলো। সশরীর মধ্যে কারো বেড়িয়ে যাবার চিহ্ন। কিন্তু এতকালের মধ্যেও এর কোন এর যেন নেই। বহুজন বহু সময় এর রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেউ এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি। সবার মনে তাই গভীর শ্রদ্ধা এবং পরম বিশ্বাস। তাই নিয়েই প্রতিদিন বহু তীর্থ যাত্রী এখানে এসে ভীড় করে ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থী হয় যে তার আশীর্বাদে আত্মীজনদের সুস্থ ও সমর্থ রাখতে পারে। এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় সুধা যে উপভোগ করলাম। কিছু সময় মন্দির চত্বরে বসে ঈশ্বরে মনস যোগ করলাম। তারপর ধীরে ধীরে আবার ফেরার পথ ধরলাম। এক অপূর্ব স্বর্গীয় সুষমায় মনটা ভরে উঠল। মনে হল আমরা কত ভাগ্যবান। এই পূণ্যেরদেশ ভারতবর্ষে আমরা জন্মেছি। যেখানে সহস্র দেবতাদের দেবত্ব এবং স্বার্গীয় সুষমা আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে বিলিয়ে দিচ্ছে। আমাদের শুধু মাথা পেতে নেবার মানসকতা চাই। মনটা তাই পূর্ণতা পেল মনে হল ফিরে এসে সবার সাথে এই মহিমাগাঁথা ভাগ করে নিয়ে আনন্দও হই।

পর্বতারোহীদের কেন উৎসাহ দেওয়া দরকার

আর কে সিনহা

দিল্লির চাণক্যপুরী অঞ্চল থেকে যাওয়ার সময় দু''টি সড়কের নাম পরতেই মনে সম্মান ও শ্রদ্ধা অনুভূত হয়। সেখানে দু''টি সড়কের নাম রাখা হয়েছে, যথাক্রমে তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারির নামে। সমগ্র বিশ্ব জানে ১৯৫৩ সালের ২৮ মে এই দু''জন মহামানব পৃথিবীর সবথেকে উঁচু মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পা রেখেছিলেন। তারপর সেখানে ভারত, নেপাল, নিউজিল্যান্ডের পতাকা সম্মানের সঙ্গে ওড়ানো হয়েছিল। দিল্লিতে এই দু''জন মহামানবের নামে সড়ক থাকার অর্থ হল, ভারত পর্বতারোহণ জগতের এই দুই প্রাণপুরুষকে সম্মান করে। তাঁদের পরে অনেকেই মাউন্ড এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছেছেন। মহান পর্বতারোহী মেজর এইচ. পি. এস আহলুওয়ালিয়ার নেতৃত্বে ১৯৬৫ সালের ২০ মে ভারতীয় সেনার পর্বতারোহী দল মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছিলেন। মেজর এইচ.পি.এস. আহলুওয়ালিয়া প্রথম ভারতীয় যিনি এভারেস্টের শীর্ষে উঠেছিলেন। অর্থাৎ নোরগে এবং হিলারির ছয় বছর পর প্রথমবার কোনও ভারতীয় এভারেস্টে উঠেছিলেন। নোরগেকে প্রকৃত ভারতীয় বলা যায় না। তিনি মূলত নেপালের নাগরিক ছিলেন, কিন্তু ভারতে স্থায়ী বসবাসের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিক হয়েছিলেন। মেজর এইচ.পি.এস. আহলুওয়ালিয়া ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ওই দুর্দান্ত সাফল্যের প্রায় ১৯ বছর পরে মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণকারী প্রথম ভারতীয় মহিলা ছিলেন বাচেন্দ্রি পাল। তিনি ১৯৮৪ সালে মাউন্ট এভারেস্টে তিরঙ্গা উত্তোলন করেছিলেন। হিমালয়ের কোলে মাউন্ট এভারেস্ট বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়া।

বাচেন্দ্রি পাল থেকে অনিতা কুন্ডু পর্যন্ত

এভারেস্টের শিখরে পৌঁছনো বিশ্বের পঞ্চম মহিলা পর্বতারোহী হলেন বাচেন্দ্রি পাল। তিনি বর্তমানে স্টিল কোম্পানি টাটা স্টিলের সঙ্গে কর্মরত রয়েছেন, যেখানে তিনি যুব পর্বতারোহীদের প্রশিক্ষণ দেন। নোরগে, হিলারি,

আহলুওয়ালিয়া এবং বাচেন্দ্রি পালের অনুপ্রেরণায় হরিয়ানার প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র কন্যা অনিতা কুন্ডুও এভারেস্ট জয় করেছেন। অনিতা কুন্ডু আগামী সপ্তাহে মাউন্ট লাহোটসে ওঠার জন্য কাঠমান্ডু রওনা দেবনে। এই শিখরের উচ্চতা ৮,৫১৬ মিটার অর্থাৎ মাউন্ট এভারেস্টের থেকে কয়েক মিটার কম। তবে মাউন্ট লাহোটসে আরোহণ বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টা। অনিতা কুণ্ডু বলেছেন, মাউন্ট লাহোটসে বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ শিখর। সেখানে ভারতীয় জাতি পতাকার পাশাপাশি সুরক্ষা সংস্থা এসআইএস-এর পতাকাও উত্তোলন করবেন তিনি, যার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডর হলেন অনিতা। দেশে পর্বতারোহণে তখনই গতি মিলবে যখন সরকারী, সর্বজনীক ক্ষেত্র এবং বেসরকারী সেক্টর পর্বতারোহীদের জন্য খরচ বহন করবে। এটি সত্য যে পর্বতারোহণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। অনিতা কুণ্ডু পর্বতারোহী হিসাবে ভারতের মান বাড়িয়ে যাচ্ছেন। আর তাই এসআইএস লিমিটেড তাঁকে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করে। অনিতা কুন্ডু ভারতের প্রথম মেয়ে, যিনি তিনবার সাফল্যের সঙ্গে এভারেস্টের শিখরে উঠেছেন।

প্রশংসকরা কেন অনিতার প্রসংশা করেন

ভারতে সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্বতারোহণ এবং পর্বতারোহণ সম্পর্কে অনেক কৌতূহল রয়েছে। ২০০৯ সালে মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে বিজ্ঞান ভবনে একটি বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্যার এডমন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে এভারেস্ট জয় করে বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা হলেন গোটা বিশ্বের নায়ক। ১৯৮৫-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত হিলারিকে তাঁর দেশ নিউজিল্যান্ড ভারতে হাই কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত করেছিল। সেই সময় দিল্লির ক্রীড়া জগতে ওঠা-বসা ছিল হিলারির। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় কূটনীতিক ছিলেন। হিলারি এবং বিখ্যাত ক্রীড়া কমেন্টার জসদেব সিং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। জসদেব সিংয়ের দক্ষিণ দিল্লিতে অবস্থিত বাড়িতে তাঁর নিয়মিত আসা-যাওয়া লেগে থাকত।

যাইহোক ভারতে পর্বতারোহণ ও এডভেঞ্চার স্পোর্টসের বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া উচিত। পর্বতারোহণকে খেলাধুলোর মাধ্যমে হিসেবে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ১৯৫৪ সালের ৪ নভেম্বর ভারতে হিমালয় পর্বতারোহণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তেনজিং ও হিলারির মাউন্ট এভারেস্টে আরোহনের অদম্য উৎসাহের পরিণাম এটাই। দার্জিলিংয়ে প্রায় ২১ হাজার ফুট উচ্চতায় তৈরি করা হয়েছে হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থা।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সুভাষপল্লীতে আগুনে পুড়ে যাওয়া বাড়ি ঘর ঘুরে দেখেন বিজেপি নেতৃত্ব। ছবি ঃ নিজস্ব

পশ্চিমবঙ্গেও হবে অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াড : যোগী আদিত্যনাথ

হুগলি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): মা-বোনেদের সম্মান রক্ষার জন্য, পশ্চিমবঙ্গেও হবে অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াড। জেলে ঢোকানো হবে তৃণমূলের সমস্ত রোমিওদের। বৃহস্পতিবার হুগলি জেলার চণ্ডীতলার জনসভা থেকে বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন হুগলির চাঁপদানি ও চণ্ডীতলায় জনসভা করেছেন যোগী। প্রথমে চাঁপদানির জনসভা থেকে মমতাকে খোঁচা দিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'মায়ের কথা বলেন দিদি, কিন্তু দুর্গা মায়ের পুজোকে বন্ধ করেন তিনি, মা সরস্বতীর পুজো বন্ধ করেন তিনি, আর গো হত্যার সমর্থন করেন দিদি।' যোগী বলেন, 'এখানকার মানুষ প্রতারিত অনুভব করেন, সেই কারণেই বাংলার যেখানেই যাচ্ছি সেখান থেকেই জয় শ্রীরাম ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।...বাংলায় দিদির সরকার ১০ বছর ধরে আছে, ১০ বছরে গরিব মানুষ ঘর পায়নি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সুবিধা পায়নি, গরিব মানুষ রেশনের সুবিধা পায়নি।' যোগী আরও বলেছেন, 'সিএএ নিয়ে আন্দোলনের সময়, হিংসায় যাঁরা উস্কানি দিচ্ছিল তাঁদের সমর্থন করেছিল তৃণমূল। কিন্তু, উত্তর প্রদেশে আমরা দাঙ্গাবাজদের হোর্ডিং দিয়েছি এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছি। মমতা দিদি এমনটা করতে পারবেন না, কারণ তিনি দাঙ্গাবাজদের তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্ক মনে করেন।'

হুগলি জেলার চণ্ডীতলাতেও এদিন জনসভা করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। চণ্ডীতলার জনসভায় যোগী বলেছেন, 'আমার অবাক লাগে যে বাংলায় মা-বোনেরা সুরক্ষিত নয়, তাদের শিক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী বাংলায় শক্তির আরাধ্য দেবী মা দুর্গার পূজা, বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজাকে বন্ধ করেছেলন। মমতা দিদি বলেন এই পুজো করা নাকি সাম্প্রদায়িক। এটা যদি সাম্প্রদায়িক হয়ে থাকে তাহলে এই সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা সম্মান জানাই।' বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'মা-বোনেদের সম্মান রক্ষার জন্য, উত্তর প্রদেশের মতোই অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াড তৈরি করা হবে পশ্চিমবঙ্গে। জেলে ঢোকানো হবে তৃণমূলের সমস্ত রোমিওদের। ২ মের পর দিদিও জয় শ্রীরাম বলা শুরু করবেন।'

"৩ দফার নির্বাচনেই ফল স্পষ্ট", দাবি মিঠুনের

কলকাতা,৮ এপ্রিল (হি স): বিধানসভা ভোটে একগুচ্ছ তারকারা যোগ দিয়েছে তৃণমূল বিজেপিতে। কিছুদিন আগেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছে মিঠুন চক্রবর্তী। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার তৃণমূলকে কটাক্ষ করে " ৩ দফার নির্বাচনেই ফল স্পষ্ট" এমনটাই দাবি জানান মিঠুন চক্রবর্তী। নির্বাচনকে লক্ষ্য করে তরজা পাল্টা তরজা চলছে রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে। এরই মাঝে এদিন প্রচার সভা থেকে বিজেপিকে কটাক্ষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও টাকা প্রকল্প কিছু লাগবে না। ২ মে তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠা হবে"। আর তারপরেই পাল্টা বাবুল সুপ্রিয়র হয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "বাবুল আমার জন্য শুধু প্রার্থী নয়, ও আমার পাড়ার ছেলে। ৩ দফার নির্বাচন হওয়ার পর সবাই বুঝতে পারছে কে জিতবে। বাবুল মানুষের জন্য কাজ করে নিজেকে প্রমাণ করেছে। টালিগঞ্জে বাবুল জিতলে এই এলাকা ও টলিউডের উন্নতি হবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত"।

থানার ৬০ জন পুলিশ কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত

বেঙ্গালুরু, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : দেশের অন্যান্য রাজ্যের মত কর্নাটকেও করোনা সংক্রমনের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এরইমাঝে বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছে, স্থানীয় চন্দ্রা লেআউট থানার ৬০ জন পুলিশ কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। খবর ছড়িয়ে যাওয়া মাত্রই ওই ৬০ জন পুলিশ কর্মচারীদের আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রক বুধবার এক রিপোর্টে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৯৭৬ জন। এরমধ্যে ৩৫ জন মারা গিয়েছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১০,৩৩,৫৬০জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এরমধ্যে ৯,৭১,৫৫৬ জন সুস্থ হয়েছেন।

মহারাষ্ট্রে দুর্নীতি মামলায় অনিল দেশমুখ-র আর্জি খারিজ করল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের আবেদন বৃহস্পতিবার খারিজ করল শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কল এবং বিচারপতি হেমন্ত গুপ্তার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ সিবিআই তদন্তের নির্দেশের বিরুদ্ধে এবং রাজ্য সরকার ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায়। এদিন এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি বেঞ্চ আবেদন খারিজ করে জানান, এই মামলার তদন্ত অতি আবশ্যক। বিচারপতি বেঞ্চ বলেন, এই মামলার গুরুত্ব অনুযায়ী নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন রয়েছে। বিচারপতিদ্বয়ের মতে, এই মামলায় বোম্বে হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না।

প্রসঙ্গত, মুম্বইয়ের প্রাক্তম পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং বোম্বে হাইকোর্টে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ-র বিরুদ্ধে একশো কোটি টাকা তোলা আদায়ে চাপ সৃষ্টি করছিল বলে আদালতে অভিযোগ জানান। এই মামলার শুনানির পর বোম্বে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে এই মামলায় নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দেয়।

শর্ত সাপেক্ষে আগামীকাল থেকে বাংলাদেশে খুলছে দোকানপাট ও শপিংমল

ঢাকা, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রতিশ্রুতিতে লকডাউনের মধ্যেও খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ সরকার। আগামীকাল শুক্রবার থেকে ১৩ এপ্রিল সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত দোকানপাট ও শপিংমল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসন সমন্বয় দফতর থেকে জানানো হয়েছে। তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চললে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার হবে বলেও সতর্ক আরোপ করেছে সরকার।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে থাকায় গত ৫ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে ১১ এপ্রিল রাত ১২টা পর্যন্ত সারাদেশে শপিং মল, দোকান-পাট, হোটেল-রেস্তোরাঁসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।

প্রচারে নেমে মেজাজ হারালেন জয়া বচ্চন

হাওড়া, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : আগে বহুবার বিনা অনুমতিতে ছবি তোলায় প্রকাশ্যেই চিত্র সাংবাদিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন জয়া বচ্চন। রুক্ষ স্বভাবের বলে পাপারাৎজিদের কাছে পরিচিত জয়া বচ্চন। এর নিজের বক্তব্য, নিজের ভাবধারা নিয়ে সদা সচেতন এই বাঙালি অভিনেত্রী। তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে ছবি তুললে তিনি ভীষণ বিরক্ত হন। আর সেই কারণে মাঝে মধ্যেই প্রকাশ্যেই রাগের বর্হিপ্রকাশ ঘটে জয়া বচ্চনের।

তৃণমূলের হয়ে বাংলায় ভোট প্রচারে আসেন জয়া বচ্চন। প্রতিদিন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের হয়ে প্রচারেও দেখা যাচ্ছে তাঁকে। বৃহস্পতিবার সকালে শিবপুরের বিধানসভা কেন্দ্রে মনোজ তিওয়ারির হয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন তিনি। বেলগাছিয়ায় প্রচার শেষ করে উত্তর হাওড়ায় প্রচার করেন তিনি। স্বাভাবতই, এত বড় মাপের একজন অভিনেত্রীকে দেখতে উচ্ছ্বাস শুরু হয় তৃণমূল কর্মী সমর্থক ও স্থানীয় মানুষদের মধ্যে। কেউ কেউ সেলফি তুলতে শুরু করেন তাঁকে নিয়ে।

উত্তর হাওড়ার ডবসন রোডের এসি মার্কেটের কাছ থেকে রোডশো যাওয়ার সময় এক উৎসাহী তৃণমূল কর্মী জয়া বচ্চনের খুব কাছে চলে যান। এরপরই পকেট থেকে মোবাইল বের করে জয়া বচ্চনের সঙ্গে সেলফি তুলতে যান। আর তাতেই বেজায় চোটে যান জয়া। রীতিমত ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেন ওই ব্যক্তিকে। আর তাঁর এই আচরণ মুহূর্তে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শ্রেয়াস আইয়ারের সফল অস্ত্রোপচার

মুম্বই, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : দ্রুত ক্রিকেট মাঠে ফিরছেন বলে জানালেন ভারতীয় ব্যাটসম্যান শ্রেয়াস আইয়ার। বৃহস্পতিবার তাঁর কাঁধে একটি সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপর তিনি খুব শীঘ্রই মাঠে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

গত মাসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পুনেতে একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে কাঁধে আঘাত পান এবং এরপর তাঁকে দল থেকে বাদ পড়ে যান। এমন কি আসন্ন আইপিএল-এ আবার তিনি খেলতে পারছেন না। এদিন মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে তাঁর সফল অস্ত্রোপচার করা হয়।

মমতা বাঘিনী হলে, আমিও বাঘ : আক্রমণ ওয়েসির

মালদা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : "মমতাদি নিজেকে ব্রাক্ষ্মণ ও বাঘিনী বলে দাবি করে মুসলিমদের নীচে রাখার চেষ্টা করছেন। মমতা যদি বাঘিনী হন, তবে আমিও বাঘ। আমরা খেলতে প্রস্তুত।' বৃহস্পতিবার জনসভায় এই মন্তব্য করেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন, অর্থাৎ এআইএমআইএম (মিম) সুপ্রিমো আসাউদ্দিন ওয়েইসি।

তিনি এ দিন পশ্চিমবঙ্গে ভোট প্রচারে এসে সভা করলেন মালদা আর উত্তর দিনাজপুরে। সেই সব সভা থেকেই তিনি আক্রমণ শানলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁকে লক্ষ্য করে কটাক্ষ হানা ছাড়াও ছুঁড়ে দিলেন একাধিক প্রশ্ন। তিনি এ রাজ্যে ঠিক কার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এলেন, মমতার বিরুদ্ধে না বিজেপির বিরুদ্ধে, সেটাই খোলসা করলেন না। আর তার জেরেই কংগ্রেস থেকে তৃণমূল মায় বামেরা তাঁকে আক্রমণ শানতে শুরু করে দিয়েছেন 'বিজেপির বন্ধু' বলে।

এদিন মালদা জেলার চাঁচোলে ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারে দুটি জনসভা করেন 'মিম' প্রধান। দুটি সভা থেকেই তিনি আক্রমণ শানান মমতাকে। ইটাহারের বিধিবাড়ি এলাকায় মিম প্রার্থী মোফাক্কেরুল ইসলামের সমর্থনে জনসভা করেন আসাদুদ্দিন। সেখানে তিনি বলেন, 'তৃণমূল মিমকে বিজেপির "বি" টিম বলছে। অথচ বাংলায় ৮০ শতাংশ মুসলিম পরিবার মাসে পাঁচ হাজার, ৩৮ শতাংশ মুসলিম পরিবার মাসে আড়াই হাজার টাকা রোজগার করে। এছাড়া ১৩ শতাংশ মুসলিম বাসিন্দার একশো দিনের কাজের জবকার্ড রয়েছে। তাহলে বলুন, কে বিজেপির "বি" টিম। বিজেপির "বি" টিম তৃণমূলই। মমতা দিদি বলছেন, আমরা নাকি বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়েছি। কত টাকা নিয়েছি বলুন। যদি বলতে পারেন, তাহলে ৯০ শতাংশ টাকা ভাইপোকে পাঠিয়ে দেব। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সোপিয়ানে সেনার গুলিতে তিন জঙ্গি খতম, জখম তিন জওয়ান

শ্রীনগর, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : বৃহস্পতিবার বিকেলে কাশ্মীরের সোপিয়ানে সেনা-জঙ্গি তীব্র গুলির লড়াইয়ে মারা গিয়েছে তিন জঙ্গি। তবে গুলির লড়াইয়ে আহত হয়েছেন তিন জওয়ানও।

জানা গিয়েছে, এদিন গোপনসূত্রে সোপিয়ানের জান মহল্লা এলাকায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পান নিরাপত্তা আধিকারিকরা। এরপরই সেখানে তল্লাশি শুরু করে সেনার ৪৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের জওয়ান-সহ যৌথ বাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। জঙ্গিদের খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। তখনই সেনা জওয়ানদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে জঙ্গিরা। এরপরই শুরু হয় তীব্র গুলির লড়াই। তাতেই মারা গিয়েছে তিন জঙ্গি। এছাড়া গুলির লড়াইয়ে আহত হয়েছেন তিন জওয়ানও। শেষ পাওয়া খবরে, এলাকায় আরও জঙ্গি লুকিয়ে থাকতে পারে, এই সন্দেহে চলছে অপারেশন।

আডবাণী থেকে উদ্ধব, করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিলেন অনেকেই

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী। বৃহস্পতিবার দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এ কোভাক্সিন টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন "লৌহপুরুষ" হিসেবে পরিচিত বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী। গত ৯ মার্চ কোভ্যাক্সিনের প্রথম দফার ডোজ নিয়েছিলেন আডবাণী, বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন তিনি।

আডবাণী ছাড়াও এদিন করোনা-ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এ কোভিড টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, 'ভাইরাসকে পরাস্ত করার জন্য, টিকাকরণ আমাদের কাছে থাকা একটি উপায়।' এদিন দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে গিয়ে করোনা-টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। এদিনই করোনা-টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল।

করোনার বাড়বাড়ন্ত, ভারত থেকে যাত্রীদের নিউজিল্যান্ড প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

ওয়েলিংটন, ৮ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ হু হু করে বেড়েই চলেছে। ভারতে করোনা-পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় নাগরিক-সহ সমস্ত যাত্রীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আরডার্ন। এছাড়াও নিউজিল্যান্ডের যে সমস্ত নাগরিক এই মুহূর্তে ভারতে রয়েছেন, তাঁরাও নিউজিল্যান্ডে প্রবেশ করতে পারবেন।

এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে ১১ এপ্রিল থেকে আগামী ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত। ভারতে এই মুহূর্তে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ বইছে। দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে, মৃত্যুও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় নাগরিক-সহ সমস্ত যাত্রীদের নিউজিল্যান্ডে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আরডার্ন।

ভারত থেকে সমস্ত ধরনের যাত্রী, এমনকি নিউজিল্যান্ডের নাগরিক যাঁরা এখন ভারতে রয়েছেন, তাঁরাও ১১ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিলের মধ্যে নিউজিল্যান্ডে প্রবেশ করতে পারবেন না।

যত খুশি মামলা করো, আমাদের জয় নিশ্চিত : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ডোমজুড়, ৮ এপ্রিল (হি. স.) ; "যত খুশি মামলা করো। আমাদের জয় নিশ্চিত।" বৃহস্পতিবার হাওড়ার ডোমজুড়ের সভায় এই মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সঙ্গে বলেন, "আমার বিরুদ্ধে কেস, শোকজ করে লাভ নেই"। কমিশনে নালিশ ও শোকজ প্রসঙ্গে হুঙ্কার দেন। সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেন তিনি। গত ৩ এপ্রিল তারকেশ্বরে নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, "শয়তানদের কথা শুনে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হতে দেবেন না।" অভিযোগ তোলেন, "বাংলাকে বিজেপি ধর্মের নামে ভাগ করে দিতে চাইছে। বাংলার সংস্কৃতি নষ্ট করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।" মমতার এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রীকে নোটিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। শুক্রবারের মধ্যে নিজের মন্তব্য ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয় মমতাকে।

সেই প্রসঙ্গেই এবার তৃণমূল নেত্রী বললেন, "আমার বিরুদ্ধে কেস, শোকজ করলেও কিছু এসে যায় না। মোদীর বিরুদ্ধে ক'টা অভিযোগ দায়ের হয়েছে? যারা নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে বলছে পাকিস্তান, তাঁদের তো কিছু হচ্ছে না। পরিকল্পনা করে আমার বিরুদ্ধে এসব করে কোনও লাভ হবে না।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম নিয়ে খেলা করছেন। উনি জনসভায় গিয়ে যে ধরনের কথা বলছেন, তা বলা যায় না। এটা ওনাকে বুঝতে হবে।" জয়প্রকাশ মজুমদারের কথায়, "সংখ্যালঘুরা ভোট ভাগ করবেন, না কী করবেন সেটা একদমই তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়। মুখ্যমন্ত্রীর এবিষয়ে কথা বলার কোনও অধিকারই নেই।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নির্বাচনের ফলাফল ত্রিশঙ্কু হলেও তৃণমূলকে সমর্থন নয়, সাফ জানালেন সূর্যকান্ত মিশ্র

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ত্রিশঙ্কু হলেও তৃণমূলকে সমর্থন দেবে না বামফ্রন্ট। সাফ জানিয়ে দিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত 'মিট দি প্রেস' অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "আমরা বার বার বলেছি, ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিজেপি বা তৃণমূল কেউই যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তবে ওই দুই দল মিলেই সরকার গড়তে পারে। তাই মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান তৃণমূল, বিজেপি দু'দলই যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেতে পারে। কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতি আসে তা হলে আমরা দু'পক্ষের থেকেই দূরত্ব বজায় রাখব।"

তিনি আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী অনেক আগেই বলেছিলেন, তাঁর যুদ্ধ বিজেপি-র বিরুদ্ধে আরএসএসের বিরুদ্ধে নয়। তৃণমূলের জন্মলগ্নে বিজেপি ও আরএসএস-এর অবদানের কথা সবাই জানেন। আর বিজেপি পরিচালিত হয় নাগপুরে আরএসএস-এর সদর দফতরের নির্দেশে। তাই এই দুই শক্তিকে একজোট হয়ে ৫০ শতাংশ আসনও জিততে দেওয়া যাবে না। তাই আমাদের লক্ষ্য এই শক্তিদের পরাস্ত করা।"

প্রসঙ্গত, বুধবার একই প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত মিট দি প্রেস অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেছিলেন, "পলিটিক্স ইজ দি আর্ট অফ পসিবিলিটিজ।" তাঁর বক্তব্য ছিল, "এমনও হতে পারে সংযুক্ত মোর্চা যখন নবান্ন দখল করতে যাচ্ছে তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বাঁচার জন্য সংযুক্ত মোর্চার সঙ্গী হল। বা সংযুক্ত মোর্চার কাছে আবেদন জানাল।" তার পরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, তা হলে কি ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিজেপি-কে রুখতে সংযুক্ত মোর্চা ও তৃণমূলের মধ্যে সমঝোতা হতে পারে? দলের অবস্থান স্পষ্ট করে সূর্যকান্ত কিন্তু অধীরের মন্তব্যে সায় দেননি। বরং তাঁদের লড়াই যে বিজেপি-তৃণমূল দু'পক্ষের বিরুদ্ধেই, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের ঠাকরে সরকারকে তোলাবাজ সরকার বলে কটাক্ষ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) মহারাষ্ট্রের উদ্ভব ঠাকরে সরকারকে তোলাবাজ সরকার বলে কটাক্ষ করে বলেছে এই সরকারের আর ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। মহারাষ্ট্র সরকারকে অবিলম্বে ইস্তফা দেওয়া উচিত বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। তিনি বলেন, লুটতরাজ করা এই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য।

বৃহস্পতিবার বিজেপির সদর কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর মহারাষ্ট্রে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ এবং শিবসেনা নেতা তথা রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী অনিল পারব-এর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ এবং শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির বাংলোর সামনে জিলেটিন সমেত গাড়ি উদ্ধার ও ব্যবসায়ী মনসুর হিরন মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করে অভিযোগ তোলেন, এই ঘটনার জন্য এই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য তোলাবাজির কারণে। মুম্বইয়ের সাসপেন্ডেড পুলিশ আধিকারিক শচীন ওয়াজ তরফে অভিযোগের ভিত্তিতে মহারাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালো বিজেপি। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার আর কোন অধিকার নেই। মহারাষ্ট্র সরকার তোলাবাজির সরকার হিসেবে পরিণত হয়ে গেছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে বিজেপি এবং শিব সেনার মধ্যে জোট ছিল। কিন্তু পরে তারা ভোটদাতা নাগরিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মোদি বিরোধীদের দলে শামিল হয়। দুটি পরাজিত হওয়া দলের সঙ্গে মিলে শিবসেনা সরকার গঠন করে। মহারাষ্ট্রবাসী কখনও এমন বিশ্বাসঘাতকতা দেখেনি। কেননা তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল লুট করা, আর সেই লক্ষ্যেই তারা এগিয়ে চলেছে। এমন সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই এবং অবিলম্বে এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত বলে তিনি দাবি করেন।

আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যের আরও দুই মন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য, দাবি বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাতিলের

মুম্বই, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যের আরও দুই মন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন বলে বৃহস্পতিবার দাবি করলেন মহারাষ্ট্রের বিজেপির সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাতিল। রাষ্ট্রপতি শাসনের একদম 'সঠিক' পর্যায়ে আছে মহারাষ্ট্র, এমনও দাবি করলেন তিনি।

দু'দিন আগেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ পদত্যাগ করেন। বরখাস্ত হওয়া পুলিশ আধিকারিক শচীন ওয়াজে এক চিঠিতে দাবি করেছেন, মুম্বই পুলিশের চাকরি টিকিয়ে রাখতে তাঁর কাছ থেকে ২ কোটি টাকা দাবি করেছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ। আর এক মন্ত্রী অনিল পারব শচীনকে কনট্রাকটরদের থেকে টাকা তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই ঘটনায় বম্বে হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পর এনসিপি নেতা তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ পদত্যাগ করেন। ওদিকে শিবসেনা নেতা অনিল পারব তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

দলের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটিল বলেন, ভবিষ্যতে কী হবে তা যে কোনও সাধারণ মানুষই আন্দাজ করতে পারছে। রাজ্যের দুই মন্ত্রীকে ১৫ দিনের মধ্যে পদত্যাগ করতে হবে। কেউ না কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে যাবে আর তাঁরা পদ ছাড়তে বাধ্য হবে। এই দুই মন্ত্রী কারা তা অবশ্য বলেননি বিজেপি নেতা।

মহারাষ্ট্রের পরিবহন মন্ত্রী অনিল পারবের বিরুদ্ধেও তদন্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে জানান রাজ্য সভাপতি। সেই সঙ্গে বলেন, রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য একেবারে 'ঠিকঠাক' অবস্থায় রয়েছে রাজ্যের।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পলিহাউসে বাহারি ক্যাপসিকাম চাষে প্রবল ঝোঁক বাড়ছে এখন

পলিহাউসে বাহারি ক্যাপসিকাম। বাজারে ভাল দাম মেলায় চাষে ঝোঁক বাড়ছে কৃষকদের। সেপ্টেম্বর থেকে চাষ শুরু করতে হয়। তিনমাসেই ফলন পাওয়া যায়। গাছ বাঁচিয়ে রাখতে পারলে মে মাস পর্যন্ত ফলন পাওয়া সম্ভব। ঠিকমতো পরিচর্যা করতে পারলে গোটা মরশুমে প্রতিটি গাছ থেকে গড়ে ১৫ কেজি করে ফলন পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন উদ্যানপালন বিশেষজ্ঞরা। লাল, হলুদ, সবুজ, কমলা, সাদা, বেগুনী নানা রঙের হয়ে থাকে ক্যাপসিকাম। ভিটামিন ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। সারা বছরই বাজারে চাহিদা থাকে। অনুষ্ঠানের মরশুমে এর দাম বাড়ে। এ রাজ্যে মূলত শীতকালীন ফসল হিসেবে ক্যাপসিকাম চাষ করা হয়ে থাকে। খোলা জমিতে চাষ করলে জানুয়ারি পর্যন্ত করা যায়। কিন্তু পলিহাউসে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত থাকে বলে আরও তিন মাস বেশি ফলন পাওয়া যায়। উদ্যানপালন বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ৫০০ বর্গমিটার পলিহাউসে মাটির বেড তৈরি করে গড়ে এক হাজার চারা লাগানো যায়। প্লাস্টিকের ট্রে-তে মাটি ও জৈবসার মিশিয়ে তাতে বীজ বুনে চারা তৈরি করা যেতে পারে। প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম থাইরাম দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। গোবরসার ও ভার্মি কম্পোস্ট মিশিয়ে মাটি ভাল করে চেলে নিয়ে তার সঙ্গে ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি যোগ করে মাটি শোধন করা যেতে পারে।

ক্যাপসিকামের বীজ মাটির ২ সেমি গভীরে পুঁতে উপরে ঝুরো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তারপর হাল্কা জল স্প্রে করে খড় দিয়ে ঢেকে দিতে পারলে ভাল। এক সপ্তাহ পর চারা বেরোতে দেখা যাবে। চারা বেরোনোর পর খড় সরিয়ে মশারি দিয়ে ঢেকে দিতে পারলে ভাল। চারার গোড়া যাতে পচে না যায়, সেজন্য ব্যাভিস্টিন বা ডাইথেন ব্যাভিস্টিন মিশ্রণ ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। চারা বয়স ১৬ দিন হলে ইমিডাক্লোপ্রিড ১ মিলি প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে আঠা সহযোগে স্প্রে করতে হবে। এতে সাদা মাছির আক্রমণ ঠেকানো যায়। ফলে ভাইরাসঘটিত পাতা কোঁকড়ানো রোগের আশঙ্কা কমে। ক্যাপসিকামের এটিই অন্যতম রোগ। এই রোগে গাছের পাতা লঙ্কার মতো কুঁকড়ে যায়। সাদা মাছি ওই ভাইরাসের বাহক। একবার এই রোগের আক্রমণ হলে তখন আর কিছু করার থাকে না। ফলে আগে থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জানিয়েছেন, তারা ক্যাপসিকামের বিভিন্ন জাতের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাচ্ছেন। এতে ক্যাপসিকামের রং ও আকার আরও ভাল হচ্ছে। বাগান বিলাসিরা টবেও ক্যাপসিকাম ফলাতে পারেন। তবে সাদা মাছির আক্রমণ রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্যাপসিকামের চারার বয়স ১৫ দিন হলে অ্যামোনিয়াম ফসফেট ৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে পারলে শিকড় ও গাছের স্বাস্থ্য ভাল হয়। একমাস বয়সের চারা ৩-৪টি পাতা হলে তখন ওই চারা মূল জমিতে বসানো উচিত। হলুদ রঙের ক্যাপসিকামের উন্নত জাতগুলি হল, অ্যাঞ্জেল, গোলেন্ড ইয়েলো, অর্কা গৌরব, ইয়েলো ওয়ান্ডার। লাল রঙের ক্যাপসিকামের উন্নত জাত, অদিতি, আশা, ক্যালিফোর্নিয়া ওয়ান্ডার। কমলা রঙের ক্যাপসিকামের উন্নত জাত, কালার-৮, আইএসপি-৭। বেগুনী রঙের ক্যাপসিকামের জাত নিকিতা। কালো রঙের ক্যাপসিকামের জাত স্পিনাজ। সাদা রঙের ক্যাপসিকামের জাত কালার-৬, কালার-৭।

পলিহাউসে প্রথমে বেড তৈরি করতে হবে। বেডে মাটি ফরমালিন দিয়ে শোধন করে নেওয়া উচিত। ১ লিটার জলে ৪০ মিলি ফরমালিন মেশাতে হবে। মাটি শোধনের পর পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি থেকে ১৫ সেমি উঁচু হতে হবে বেড। চওড়া হবে ১০০ সেমি। প্রয়োজনমতো বেড লম্বা করা যেতে পারে। একটি বেড থেকে অন্য বেডের দূরত্ব হবে ৪৫ সেমি। একই বেডে দু'টি গাছের মধ্যে দূরত্ব হবে ৫০ সেমি। ড্রিপ ইরিগেশনের ব্যবস্থা থাকলে ভাল। চারা বসানোর সময় সামান্য ঠাণ্ডার প্রয়োজন। চারা লাগানোর সময় গাছ প্রতি ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ২০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ দিতে হবে।

এক মাস পর একই মাত্রায় প্রথম চাপান দিতে হবে। ৮০ দিন পর গাছ প্রতি ১০ গ্রাম ইউরিয়া দিতে হবে দ্বিতীয় চাপান হিসেবে। চারার গোড়ার দিকের কিছু পাতা ফেলে দিতে হবে। প্ল্যানোফিক্স প্রয়োজনে গাছে প্রচুর ফুল আসে এবং ফল ধরতে সাহায্য করে। ফুল ঝরা ঠেকাতে দু'সপ্তাহ অন্তর দু'বার ২৫ পিপিএম জিএ বা ৫০ পিপিএম এনএএ হরমোন প্রয়োগ করা যেতে পারে। ঠিকমতো পরিচর্যা করতে পারলে একটি ক্যাপসিকামের ওজন ৩৫০ গ্রাম হতে পারে। খোলা জমিতে বিঘা প্রতি ১০-২২ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু পলিহাউসে বিঘায় প্রায় ৩০ কুইন্টাল ফলন মিলতে পারে। চারা রোপণের পর ল্যাদাপোকার আক্রমণ হতে পারে। এই পোকা গাছের পাতা খেয়ে নেয়। কেরোসিন মেশানো ছাই গাছের গোড়ায় দিতে হবে। কার্বরিল ২ গ্রাম, প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে সুফল মিলবে। সাদা মাছির আক্রমণ রুখতে চারা রোপণের তিন দিন আগে ইমিডাক্লোপ্রিড ১ মিলি, ৩ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। রোপণের ১০ দিন পর ১ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড, ১ লিটার জলে গুলে বা ১ মিলি ফিপ্রোনিল ১ লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে। আঠা লাগানো রঙিন বোর্ড পলিহাউসে ঝুলিয়ে রাখলে জাবপোকা বা সাদামাছির আক্রমণ অনেকটা রোধ করা যায়।

অন্ত্রের জন্য ব্রকলি প্রয়োজনীয়তা

যদিও এখনও গবেষণার পর্যায় আছে. তবে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে ব্রকলির নির্যাস থেকে বানানো প্রোবায়োটিক কোলেরেক্টাল কোষ ধ্বংস করতে পারে। আর এই গবেষণাটি চালিয়েছে ন্যাশ সিঙ্গাপুরের গবেষকরা। তারা ব্রকলির নির্যাস ও জল সমৃদ্ধ খাদ্য উপাদানের সমন্বয়ে একটি প্রোবায়োটিক তৈরি করেন। এই মিশ্রণটি এটি পাত্রের ৯৫ শতাংশের বে শি কোলেরেক্টারাল ক্যান্সারের ধ্বংস করে। মল নালি থেকে মলাশয় পর্যন্ত যদি ক্যান্সার হয়, তকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলা হয়। যদিও এই ধরনের ক্যান্সার হলে প্রথম পর্যায় পাচ বছর পর্যন্ত বেচে থাকার হার বেশি। তবে পরবর্তী পর্যায়ে বেচে থাকা ও পুনরায় এই ক্যান্সারে হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের অবস্থান তৃতীয়। ফুসফুস ও মূত্রথলির ক্যান্সারের পরেই এর অবস্থান। ব্রকলির নির্যাস থেকে তৈরি এই প্রোবয়েটিক ইদুরের উপর প্রয়োগ করে গবেষকরা দেখতে পান, শুধু ক্যান্সারের কোষই নয়, টিউমারের সংখ্যাও কমাতে পারে ৭৫ শতাংশ। তবে এই মিশ্রণ অন্যান্য কান্সার কোষ যেমন, স্তন ও পাকস্থলির উপর কোনো প্রবাব রাখে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রধান গবেষক চু লুং হো বলেন, একদিন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা বা অপারেশনের পরে এর পুনরাবৃত্তি কমাতে এই প্রোবায়োটিক ব্রকলির সঙ্গে সম্পূরক হিসেবে গ্রহণ করবেন।

দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় থাকা জিনিসগুলিই ডেকে আনতে পারে ক্যান্সার

ক্যানসার আমাদের জীবনের এখন একটি অতি পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে এখন একটি দুটি করে ক্যানসার আক্রান্ত দেখা যায়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, দূষণকাজের ধরণ, খাওয়ারের রকমফেরই নাকি এই রোগের উৎস। বহু ক্ষেত্রে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেও মুক্তি পাওয়াযাচ্ছে না এই মারণ ব্যাধী থেকে ।তবে, আমরা যদি একটু নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে হয়তো বিপদের আশঙ্কা কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে প্রতিদিনের জীবনে আমরা যদি এই খাবারগুলিকে আমাদের খাওয়ারেরতালিকা থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে ক্যান্সারে রোখা যায়।

এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন খাবারে রয়েছে এই তালিকায়---

১) প্রসেস্ড মিট :কাজের সুবিধার জন্য আজকাল আমরা সব কিছুতেই প্যাকেজড ফুড বা টিন ফুডের ব্যবহার কারি। চটজলদি খাবার তৈরি করা যায়। সঙ্গে ঝঞ্ঝাটও কম এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে। শাক-সব্দি থেকে মাছ, এমনকী মাংসও আমরা এভাবেই খাই ।তবে সমীক্ষায় বলা হচ্ছে টিনড মিট বা প্রসেস্ড মিট -এ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেড থাকে। এই রাসায়নিক শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বস্তু।

২) মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন: ফাস্ট ফুড থেকে পটাটো ওয়েফার্স এমনকী পপকর্ন, তরুণ প্রজন্মের কাছে অতি পরিচিত এবং পছন্দের। গোটা দিনটাই তারা এগুলোর উপর কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু, মাইক্রোওয়েভে তৈরি করা পপকর্ণ শরীরে পারফ্লুওরকট্যানোইক অ্যাসিড তৈরি করে। আর এই অ্যাসিড অতি সহজেই ক্যানসারের তৈরির কারণ।

৩) রিফাইন্ড ময়দা ঃ প্যাকেটজাত ময়দা বা আটাও রয়েছে এই তালিকায়। প্রাচীণকালে বাড়িতে মা ঠাকুরদা গম কিনে কলোটা তৈরি করে আনতেন। আর এখন চটজলদি কাজের জন্য মিলছে প্যাকেট করা রিফাইন্ড আটা বা ময়দা। চিকিৎসকরা বলছেন এই আটা ময়দায় থাকে ক্লোরিন গ্যাস। আর তা থেকেই শরীরে তৈরি হতে পারে ক্যান্সার।

৪) রিফাইন্ড চিনি: রি ফাইন্ড চিনি। এটি শরীরে নানা ধরনের রোগ তৈরি করার অন্যতম একটি উপাদান বলেমনে করেন চিকিৎসকরা। শরীরে জীবন্ত সেল অতি সহজেই নষ্ট করে দিতে পারে এই চিনি। আর তার ফলেই দেখা দিতে পারে ক্যান্সার। শুধু রিফাইন্ড চিনিই নয়, এই তালিকা রয়েছে রিফাইন্ড নবল ও রিফাইন্ড তেলও। এগুলি প্রতিটিই শরীরে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে আর তাথেকেই ক্যানসারের উৎপত্তি হতে পারে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

৫) চাষ করা মাছ: যে সব মাছ পুকুরে বা ভেরিতে চাষ করা হয়, সেই মাছ খেতে বারণ করছেন চিকিৎসকরা। মাছ আকারে বড় করতে এবং সুস্থরাখতে সেখানে দেওয়াবিভিন্ন ধরনের ওষুধ। আর এই ওষুধ থেকেই মানুষের শরীরে তৈরি হয় রোগ। বাসা বাধছে ক্যানসারের মতো রোগও।৬) কোল্ডড্রিঙ্ক ঃ বাজারে পাওয়াযায় বিভিন্ন ধরনের সফ্ট ড্রিঙ্ক। গরমে তেষ্টা মেটাতেই হোক বা ফাস ফুডের সঙ্গেই হোক ৮ থেকে ৮০ সকলেই এই সফ্ট ড্রিঙ্ক পছন্দ করেন। অথচ, চিকিৎসকদের মতে এই সব ড্রিঙ্ক-এ থাকে মারাত্মক ক্ষতিকারক সোডা। আর তা থেকেই ক্যানসারের মতো মারণ ব্যাধি বাসা বাধতে পারে শরীরে। শুধু সফ্ট ড্রিঙ্কই য়, নিষেধের তালিকায় রয়েছে কার্বাইড দিয়ে পাকানো বিভিন্ন ফলও। এই কার্বাইড থেকেই মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক। ৭) প্যাকেটজাত আলুভাজা ঃ প্যাকেটজাত আলুভাজা বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। বিভিন্ন খাবারের সঙ্গেই হোক বা মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে দেখতে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই-এর কামড় ও সফ্ট ড্রিঙ্কে চুমুম দিতে সকলেরই বেশ লাগে। কিন্তু, এই কামড় ও চুমুকই আপনার শরীরে ডেকে আনতে পারে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগকে। আপনার অজান্তেই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যু মুখে। এর থেকে শরীরে ঢুকে পড়তে পারে ক্ষতিকারক অ্যাক্রিলামাইড অ্যাসিড।

স্টেম সেল থেরাপি

মনে করুন কোনো একটি অসুস্থতা নিয়ে আপনি ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন। আর ডাক্তারবাবু আপনার শরীরের বিশেষ কিছু কোষ বিশেষ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে সেগুলি দিয়েই চিকিৎসা করলেন। যোগ চমৎকারভাবে সেরেও গেল। কেমন হবে ব্যাপারটা?

স্টেম সেল—এর মাধ্যমে বৈপ্লবিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরকম দিন আর দূরে নাই। কী এই স্টেম সেল?

গড়পড়তা সাধারণ কোষ বলতে আমরা যা বুঝি স্টেম সেলের চরিত্রে তার সঙ্গে আরো বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে।

এরা হল দেহের কিছু কোষসমূহ, যেগুলি অবিভেদিত বা অপৃথীকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং যেগুলি থেকে একদিকে যেমন বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পৃথীকত কোষগুলি সৃষ্ট হয় এবং অন্যদিকে মাইটোসিস পদ্ধতিতে স্টেম সেলগুলি বিভাজিত হয়ে আরো বেশি পরিমাণ স্টেম সেলও তৈরি হয়।

স্টেম সেলগুলি মূলত দুইপ্রকারের হয়—ভ্রুণের একটি বিশেষ দশা ব্লাস্টোসিস্ট থেকে সংগৃহীত এমব্রায়োনিক স্টেম সেল এবং অ্যাডাল্ট স্টেম সেল —যেগুলি দেহের বিভিন্ন টিস্যু এবং অঙ্গে ছড়িয়ে থাকে। চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত স্টেম সেল নানাভাবে সংগ্রহ করা যায়---যেমন, অস্থিমজ্জা, অ্যাডিপোজ কলা, রক্ত, এমনকী জন্মের পরপরই নাভিনালি থেকেও প্রচুর পরিমাণে স্টেম সেল সংগ্রহ করা যায়।

পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে স্টেম সেল কালচার করার পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। খুব সম্প্রতি তো একটি ওয়েবসাইট-এ একদল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে একটি নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মাত্র ৩০ মিনিটে ভ্রুণজ জৈব পদার্থ ছাড়াই স্টেম সেল তৈরি করা যাচ্ছে। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্টেম সেল-এর ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং গবেষণার পরিধি এতটাই বহুবিস্তৃত যে বলে শেষ করা কঠিন।

প্রথমদিকে শুধুমাত্র অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন—এর কাজে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে লিউকোমিয়া এবং লিম্ফোমা জাতীয় ক্যানসারের চিকিৎসায় সাইকোটক্সিস ওষুধের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলি প্রতিস্থাপন হিসাবেও স্টেম সেল ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ব্রেন ক্যানসারের চিকিৎসায় স্টেম সেল ব্যবহারে ভালো সাড়া মিলেছে। স্ট্রোক, দুর্ঘটনাজনিত মস্তিস্কে আঘাত, এমনকী মস্তিষ্কের কিছু ডিজেনারোটিভ ডিসঅর্ডার যেমন, পারকিন্সন ডিজিজ, স্টেম সেল থেরাপি পরীক্ষামূলক স্তরে সফল। তাছাড়া আমবিলিকাল কর্ড ব্লাড থেকে সংগৃহীত স্টেম সেলকে ক্ষতিগ্রস্ত সুষান্মাকান্ড-এর অংশে প্রয়োগ করেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অসুবিধারস উপশম সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষামূলক প্রাণীতেও স্টেম সেল-এর গবেষণায় অনেক সাফল্য মিলেছে, যেমন প্যারালিসিসে আক্রান্ত কুকুর স্বাভাবিকভাবে আবার হাঁটতে পারছে ইত্যাদি। পরীক্ষামূলক স্তরে মানুষের ওপর গবেষণায় যে যে সাফল্যগুলি মিলেছে সেগুলি নিম্নরূপ—মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (পর্যাপ্ত রক্তপ্রবাহের অভাবজনিত কারণে হৃদপেশির পচনক্রিয়া) এবং অন্যান্য হার্ট ফেলিওর—এর ক্ষেত্রে স্টেম সেল থেরাপি সফলভাবে কাজে আসতে পারে।

কয়েকটি রক্তসংক্রান্ত অসুখে অন্যের দান করা রক্তের তুলনায় বা নিজের স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসা অনেক কার্যকরী।

এছাড়া মাথার টাকের সমস্যা প্রতিরোধে, কানের কক্লিয়ার হেয়ার সেল-এর গোলমালের জন্য বধিরতার প্রতিকারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত চোখের কর্নিয়া ও রেটিনায় স্টেম সেলের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনতা দূরীকরণে স্টেম সেল গবেষণার উন্নতি খুবই উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে টাইপ-১ ডায়াবেটিস, অঙ্গপ্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এবং কিছু জন্মগত মানসিক রোগ দূরীকরণও সম্ভব।

এছাড়া কিছু নিরাময় এবং শুক্রাণুর স্বল্পতার চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি উপযোগী।

যদিও বর্তমানে যে পদ্ধতিতে এমব্রায়োনিক স্টেম সেল সংগ্রহ করা হয়, তা নিয়ে কিছু বির্তক থাকলেও বর্তমানে ভারতের অনেক জায়গাতেই স্টেম সেল থেরাপিকে সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য প্রয়াস শুরু হয়েছে। যেমন ব্যাঙ্গালুরুর সেন্টার পর স্টেম সেল রিসার্চ ও হায়দারাবাদের সেন্টার ফর স্টেম সেল সায়েন্স ইত্যাদি। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর রিজেনেরেটিভ ডিপার্টমেন্টে এই নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা ও সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চিকিৎসাও শুরু হয়েছে। এই বছর ২০ ফেব্রুয়ারি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটি কর্ড ব্লাড ব্যাংক-এর উদ্বোধন করেছেন। যেখানে প্লাসেন্টা জাত ভ্রুণ পদার্থ ও নাভিনালির রক্ত এবং তা থেকে প্রাপ্ত স্টেম সেল বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষের কাছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো সহজলভ্য হয়। সম্ভাবনা অনেক। বাধাও আছে কিছু। তবে সব বাধা অতিক্রম করে আগামী দিনের চিকিৎসা ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী সোপান হয়ে উঠবে স্টেম সেল থেরাপি—বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত। আমরাও সেইদিনের অপেক্ষায় থাকব।

নারী-পুরুষ মস্তিষ্কের ভিন্নতা

কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একে অন্যকে সহযোগিতা করতে আমরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে থাকি। অনেক সময় মতের বিল হয় না। বিশেষত লিঙ্গ প্রশ্ন এলে। এর কারণ উঠে এসেছে সম্প্রতি একটি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদাভাবে সক্রিয় থাকে। বিষয়টা এমন নয়- নারী বা পুরুষ একে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে না।

এই গবেষণার জ্যেষ্ঠ স্বত্তাধিকারী এবং স্ট্যাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপকের মতে, বরং তাদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য আছে।

অতীতের গবেষণায় নারী পুরুষের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও, নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যখন নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে সমস্যা সমাধান করতে যান তাদে রকৌশলগত কিছু পার্থক্য থাকে। একজন পুরুষ সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে, কোনো বিষয় সম্পর্কে দৃশ্যকল্পনা তৈরি করে। অন্যদিকে নারীরা সমস্যার একটি বৈশিষ্ট্য ধরে ধরে সমাধান করে এবং তুলনা করে। নারীরা সূত্রের ব্যবহারও বেশি করে থাকে। একজন পুরুষ

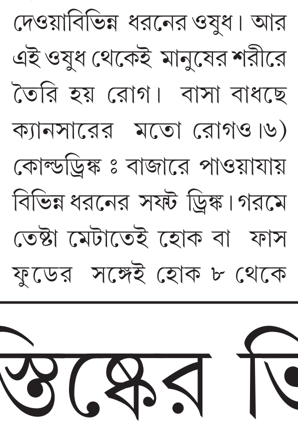

কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রে গাণিতিক নমুনা নির্ধারণ কর ভেন চিত্র তৈরি করে। রেইস এবং তার সহকর্মীরা মোট ২২ জনকে গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করেন নারী এবং পুরুষের চিন্তর পার্থক্য খুঁজে বের করতে। তারা বলেন, 'নারী এবং পুরুষের চিন্তায় যে পার্থক্য এটা দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। নানা দিক থেকে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক'। দলবদ্ধ হয় কাজ করার ক্ষেত্রে এই গবেষণা খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত, বিশেষ শিশুরা যাদের সামাজিক আচরণগত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য আরও বড় আকারে এই গবেষণা চালানো হলে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যেসব শিশুরা জন্ম নে, তারা হতাশ, উদ্বিগ্নতাসহ নানা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। আরও গভীরভাবে গবেষণা করা হলে, তাদের সঙ্গে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা যাবে, যোগ করেন রেইস।

শিক্ষা দপ্তরের করোনার টিকাকরণ। বৃহস্পতিবার। ছবি ঃ নিজস্ব

রাজ্য সভাপতির উপর হামলার প্রতিবাদে বিজেপির থানা ঘেরাও বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের উপর হামলার প্রতিবাদে বিজেপির পক্ষ থেকে জেলা জুড়ে থানা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

বুধবার কোচবিহারের শীতলকুচিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের কনভয়ের উপর হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সারা রাজ্যে থানা ঘেরাও এর ডাক দেওয়া হয়। এদিন সকালে বাঁকুড়া সদর থানার সামনে বাঁকুড়া বিধানসভা আসনের প্রার্থী নীলাদ্রিশেখর দানার নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে থানার সামনে জমায়েত হয় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তৃণমূলকে একটি স্বৈরাচারী দল আখ্যা দিয়ে ,ও তাদের নেত্রী রাজ্যের বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে গণতন্ত্রের সর্বনাশা পাঠ দিয়েছেন তৃণমূল কর্মীদের।

এই অভিযোগ তুলে নীলাদ্রিশেখর দানা বলেন, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেভাবে লাঠি, বন্দুক নিয়ে বিডিও - এসডিও অফিসের সামনে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী বিরোধীদের আটকে ছিল এবারও তাই করত। ভাগ্যিস কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে তাই আমরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পেরেছিলাম। এখন প্রথম তিন দফা ভোট হওয়ার পর টিএমসির মহিলা হিটলার বুঝে গেছেন তারা পরাজিত হচ্ছেন। তাই ২০১৮''র পুনরাবৃত্তি ঘটাতে এবার বিরোধীদের মাথা ভাঙতে তার গুন্ডাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছেন। ওইসব তৃণমূলী গুন্ডারা আমাদের রাজ্য সভাপতিকে প্রাণে মারার টার্গেট নিয়েছিল। নীলাদ্রিশেখর দানা বলেন, তৃণমূলের লেডি হিটলারের নির্দেশেই এই হামলা হয়েছে। আমরা এদিন পুলিশকে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি, দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। পাশাপাশি বাকি থাকা আসনগুলিতে নির্বিঘ্নে ভোট প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। এদিন জেলার প্রত্যেকটি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপি প্রার্থী ও সমর্থকরা। এ খবর জানিয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজিত অগস্থি বলেন, তৃনমুল তাদের শেষের শুরুটা করেছিল ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে। লোকসভা নির্বাচনে ওই দলটা হাফ হয়ে গেছে আর এবার সাফ হবে। সারা রাজ্য জুড়ে পদ্ম ফুটবে, সোনার বাংলায় কর্মসংস্থান হবে, বেকারের মুখে হাসি ফুটবে, গণতন্ত্র বাঁচবে, বিরোধীরাও সম্মান পাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

বিজেপি-র মিউজিক ভিডিও নিয়ে আপত্তি তৃণমূলের

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : ভোটের আবহে বিজেপি-র মিউজিক ভিডিও নিয়ে আপত্তি জানাল তৃণমূল। ভিডিওটি বুধবার প্রকাশ করেছেন বাবুল সুপ্রিয়। প্রকাশ পেতেই ভাইরাল সেই ভিডিও। ভিডিওতে বাবুলের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি-র আর এক শিল্পী প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে ঘাসফুল শিবির। সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় বলেন, 'এই ভিডিওতে ৪৬-এর দাঙ্গা, বাংলাদেশের পটভূমির কিছু দৃশ্য এবং অতীতের কিছু খবর নিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়ছে।'

দিল্লিতে ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, আহত দু''জন দমকল কর্মী

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড রাজধানী দিল্লিতে। এবার ভয়াবহ আগুন লাগল দিল্লির দিলশাদ গার্ডেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় অবস্থিত এমটিএনএল অফিসের কাছে একটি ফ্যাক্টরিতে। বৃহস্পতিবার সকালে ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই, প্রথমে আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৫টি ইঞ্জিন। পরে আরও ১০টি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে পৌঁছয়। ততক্ষনে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে, দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন দু''জন দমকল কর্মী।

দিল্লি দমকলের প্রধান অতুল গর্গ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে দিলশাদ গার্ডেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় অবস্থিত এমটিএনএল অফিসের কাছে একটি ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। চার-তলা বিল্ডিংয়ের তিন-তলায় অবস্থিত ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। দমকলের ২৫টি ইঞ্জিনের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দিল্লি দমকলের ডেপুটি চিফ সঞ্জয় তোমর জানিয়েছেন, '১০০-রও বেশি দমকল কর্মী আগুন নিভিয়েছেন। প্রাণহানির কোনও খবর নেই, তবে আমাদের দু''জন কর্মী আহত হয়েছেন।'

লোকাল ট্রেনে চেপে প্রচারে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী অমিত মজুমদার

হাসনাবাদ, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ-শিয়ালদহ ডাউন লোকালে অভিনব প্রচারে সামিল সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী অমিত মজুমদার। বৃহস্পতিবার সাতসকালে তিনি লোকাল ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে আলাপও করলেন। এমন অভিনব প্রচার দেখে অবাক যাত্রীরাও। এদিন সকালে, প্রচারে নেমে হাসনাবাদ স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা যাত্রীদের সঙ্গে কথা কথা বলেন অমিত। ট্রেনে উঠে হকার থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীদের থেকে শুভেচ্ছা, ভালবাসা নিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠদের করলেন প্রণামও। হাসনাবাদ থেকে বসিরহাট পর্যন্ত প্রায় ৩০ মিনিটেই জনসংযোগ সারেন অমিত। করোনার ঊর্ধমুখী গ্রাফ নিয়ে সতর্কও করলেন যাত্রীদের। এদিন প্রচারে কংগ্রেস প্রার্থী অমিত বলেন, 'পেট্রল-ডিজেল-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, রাজ্যের বেকারত্ব, সরকারের কাটমানি খাওয়া এই তো বাংলার অবস্থা। বিজেপি-তৃণমূলের বিকল্প একমাত্র সংযুক্ত মোর্চা। আমরা জনসাধারণের পাশে আছি। তাঁদের পাশেই থাকতে চাই।' বসিরহাট বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হবেন আশাবাদী অমিত। উল্লেখ্য, পঞ্চম দফায় আগামী ১৭ এপ্রিল বসিরহাট-সহ উত্তর ২৪ পরগনার ষোলটি আসনে নির্বাচন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ভূপতিনগরে বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগ

ভূপতিনগর, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে শম্ভু বাউরি নামে এক বিজেপি কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবারমৃতের পরিবার অভিযোগ করেছে, খুন করা হয়েছে শম্ভুনাথকে। ভোটের আগে থেকেই তাঁদের পরিবারকে একাধিকবার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবী, বুধবার এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। এদিন সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি মাঠে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই অনুষ্ঠানস্থলে মারধরের ঘটনা ঘটেছিল। তার জেরেই মৃত্যু হয়ছে ওই যুবকের। বিজেপির তরফে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

বৃহস্পতিবার সকালে শম্ভুনাথ বারুই নামে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। মৃতের পরিবার জানিয়েছে, আজ সকালে বাড়ির অদূরে একটি মাঠ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গতকাল রাতে এলাকার একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন শম্ভুনাথ। তারপর আর তিনি বাড়ি ফেরেননি। এর পর সকালে মাঠ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, অবিলম্বে তদন্ত শুরু করে দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে পুলিশকে। স্থানীয় সূত্রের খবর, আগে তৃণমূল কংগ্রেস করতনে শম্ভুনাথ। তবে আমফানের পর তাঁর বাড়ি ভেঙে যায়। কিন্তু, তিনি ক্ষতিপূরণ পাননি। তারপরই বিজেপি-তে যোগ দেন। এলাকায় সক্রিয়ভাবে বিজেপি-র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মৃতদেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। শম্ভুনাথকে মারধর করা হয়। তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করতে আসে পুলিশ। তখন পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষজন। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ব্যানার, ফ্লেক্স খুলতে গিয়ে আক্রান্ত দুই সরকারি কর্মী

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : সরকারি জায়গায় থাকা রাজনৈতিক প্রচারের ব্যানার, ফ্লেক্স খুলতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন দুই সরকারি কর্মী। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার হাঁসখালি এলাকায়। সূত্রের খবর, বিজেপি কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন ২ জন সরকারি কর্মী। কমিশনের ফ্লাইং স্কোয়াডের গাড়িও ভাঙচুর করা হয় গাড়ি আটকে লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়।

আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার জন্য বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে, বিজেপি প্রার্থী আশিস কুমার বিশ্বাস জানিয়েছেন, মারধরের ঘটনায় তাঁদের কেউ যুক্ত নয়। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

৯১-হাজার ছুঁইছুঁই করোনা-সংক্রমণ, ব্রাজিলে ৩.৪১-লক্ষাধিক মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ৮ এপ্রিল (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়ল ব্রাজিলে, একইসঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যাও ঊর্ধমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৩ হাজার ৭৩৩ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯০,৯৭৩ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৪১ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৩ হাজার ৭৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ০৯৭-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যাও ঊর্ধমুখী ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৯০,৯৭৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৩,১৯৭,০৩১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১,৬৬৪,১৫৮ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১১,৯১, ৭৭৬ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

নির্বাচনের প্রচারে মাথাভাঙ্গায় দিলীপের রোড শো

মাথাভাঙ্গা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে মাথাভাঙ্গায় দলের প্রার্থী সুশীল বর্মনকে সঙ্গে নিয়ে রোড শো করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটায় পঞ্চানন মোড়ে মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদানের পর হুড খোলা জিপে করে রোড শো শুরু করেন তিনি।

মাথাভাঙ্গা শহরের শীতলকুচি রোড, ইমিগ্রেশন রোড, বাজার রোড, মোরঙ্গা রোড, কলেজ মোড় হয়ে বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ শহরের ময়নাতলি মোড়ে শেষ হয় রোড শোটি। বুধবার শীতলকুচিতে দিলীপ ঘোষের গাড়িতে হামলার ঘটনার পর বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গায় তাঁর রোডশো ঘিরে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ছাড়াও বিশাল পুলিশ বাহিনী রোডশোর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল।

এদিন দিলীপ ঘোষ জানান, শীতলকুচির ঘটনায় তিনি ও তার দলের কর্মীরা ভিত নন। বুধবারের ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার গোটা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন থানার সামনে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি রয়েছে। লোকসভায় পরিবর্তন হয়েছে বিধানসভাতে পুরো পরিবর্তন হবে বলেও দাবি করেন তিনি। জানান, ভয় দেখিয়ে ভোটারদের আটকাতে পারবেনা তৃণমূল। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৮৭৩ জনের, আমেরিকায় দৈনিক করোনা-আক্রান্ত ৭৫,১৮৩

ওয়াশিংটন, ৮ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় ফের অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ৮০০ ছাড়াল। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫, ১৮৩ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮৭৩ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩১,৬৩৭,২৪৩-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮৭৩ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৪৯ জনের।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫ হাজার ১৮৩ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৮৭৩ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,৬৩৭,২৪৩-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৪, ২০৬,৫৩৯ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৫৫ জন।

সাফল্য এনআইএ-র, জম্মু বিমানবন্দরে পাকড়াও জঙ্গি

জম্মু, ৮ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু বিমানবন্দর থেকে একজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। বৃহস্পতিবার ধৃত ওই জঙ্গির নাম-শাহিদ নাভীদ। ওই জঙ্গির বাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায়। জম্মু কাশ্মীর গাজানাভি ফোর্স সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য ওই জঙ্গি। এনআইএ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার জম্মু বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে শাহিদ নাভীদ নামে একজন জঙ্গিকে।

ওই জঙ্গি জম্মু কাশ্মীর গাজানাভি ফোর্স সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য। বৃহস্পতিবার জম্মু বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই জঙ্গিকে। এদিনই আদালতে তোলা হতে পারে ওই জঙ্গিকে।

রোগ থেকে ভয় পান, ভ্যাকসিন নিয়ে নয় : নরেন্দ্র সিং তোমর

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় দফার ডোজ নিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। বৃহস্পতিবার দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে গিয়ে করোনা-টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন তোমর। টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'রোগ থেকে ভয় পান, ভ্যাকসিন নিয়ে নয়।' এর আগে গত ৬ মার্চ করোনা-টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী। এদিন কোভিড-১৯ টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে দু''টি ছবি আপলোড করে কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে গিয়ে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিলাম। রোগ থেকে ভয় পান, ভ্যাকসিন নিয়ে নয়। যদি আপনি টিকা নেওয়ার যোগ্য হন তা হলে টিকা নিয়ে নিন'। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মধ্যপ্রদেশে সোম থেকে শুক্রবার লকডাউন, শুধু শহুরে এলাকায়

ভোপাল, ৮ এপ্রিল (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত চিন্তায় ফেলে দিয়েছে শিবরাজ সিং চৌহান সরকারকে। করোনা-পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মধ্যপ্রদেশের শহুরে এলাকায় লকডাউন বলবৎ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মধ্যপ্রদেশের সমস্ত শহুরে এলাকায় শুক্রবার (৯ এপ্রিল) সন্ধ্যা ছ''টা থেকে সোমবার (১২ এপ্রিল) সকাল ছ''টা লকডাউন লাগু থাকবে। পাশাপাশি যে সমস্ত শহরে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকের পর যায ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে শিবরাজ সরকার।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, করোনা-পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, মধ্যপ্রদেশের সমস্ত শহুরে এলাকায় শুক্রবার সন্ধ্যা ছ''টা থেকে সোমবার সকাল ছ''টা লকডাউন লাগু থাকবে। যে সমস্ত শহরে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকের পর যায ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বড় শহরে কন্টেনমেন্ট এলাকা তৈরি করছি আমরা। উল্লেখ্য, বুধবারই মধ্যপ্রদেশে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ৪ হাজার ৪৩ জন। ওই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। সবমিলিয়ে মধ্যপ্রদেশে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে ৩,১৮,০১৪ ও ৪,০৮৬।

দিল্লিতে ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, দমকলের তৎপরতায় আয়ত্তে

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড রাজধানী দিল্লিতে। এবার ভয়াবহ আগুন লাগল দিল্লির দিলশাদ গার্ডেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় অবস্থিত এমটিএনএল অফিসের কাছে একটি ফ্যাক্টরিতে। বৃহস্পতিবার সকালে ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই, প্রথমে আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৫টি ইঞ্জিন। পরে আরও ১০টি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে পৌঁছয়। ততক্ষনে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে, দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।
দিল্লি দমকলের প্রধান অতুল গর্গ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে দিলশাদ গার্ডেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় অবস্থিত এমটিএনএল অফিসের কাছে একটি ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। চার-তলা বিল্ডিংয়ের তিন-তলায় অবস্থিত ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। দমকলের ২৫টি ইঞ্জিনের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সুজাতা-পাপিয়া কাণ্ডে সতর্ক কমিশন বাড়ছে মহিলা প্রার্থীদের নিরাপত্তা

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : গত ৬ এপ্রিল বাংলায় তৃতীয় দফার নির্বাচনে যেভাবে শাসক ও বিরোধী পক্ষের প্রার্থীরা একের পর এক যেভাবে আক্রান্ত হয়েছেন তা দেখে কমিশনের নির্বিঘ্নের নির্বাচনের দাবি নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। তবে এবার সেই ঘটনার জেরেই বাড়তি সতর্কতা নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, চতুর্থ পর্বের নির্বাচন থেকেই রাজ্যের সব মহিলা প্রার্থীদের বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এই নিয়ে কমিশন প্রত্যেকটি জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় দফার নির্বাচনে শাসক পক্ষের ৪জন ও বিজেপির ২জন প্রার্থী আক্রান্ত হন। প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সামনেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। হুগলির পুলিশ সুপার আবার কমিশনের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন সুজাতাকে আঘাতই করা হয়নি।

নানা টিভি চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদপত্রে যেমন নানা ছবি ও ভিডিও দিয়ে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আরামবাগের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা খাঁকে মাথায় বাঁশ দিয়ে আঘাত করা হয়েছে তেমনি উলুবেড়িয়ায় বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারী আক্রান্ত হয়েছেন।

তাই এবার কমিশন বাড়তি সতর্কতা নিতে বাধ্য হচ্ছে।

সাধারনত বাংলায় বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটের দিন একজন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী পেয়ে থাকেন জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে। কিন্তু এখন রাজ্যের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কমিশন মহিলা প্রার্থীদের নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবার থেকে রাজ্যের সব মহিলা প্রার্থীরা ভোটের দিন ২জন করে নিরাপত্তারক্ষী পাবেন। এই মর্মেই সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। সূত্রের খবর, স্পর্শকাতর এলাকার ভিত্তিতে মহিলা প্রার্থীর নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনমতো জেলাগুলিকে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আমি ঘরের ও বাইরের-দুই শত্রুকেই দেখেছি, চিনেছি : দীপ্সিতা ধর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): বালি কেন্দ্রের বাম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। তাঁর 'ভোট গান'-এ কণ্ঠ দিয়েছেন সম্ভাবনাময় শিল্পী শোভন গঙ্গোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই সেই গান যথেষ্ট জনপ্রিয়। তিনিও কি তবে রাজনীতিতে পা রাখলেন? শোভনের স্পষ্ট জবাব, "অকারণে একে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অনেকেই জানেন না, দীপ্সিতা আমার ছোট মাসির মেয়ে। আমরা এক পাড়ার বাসিন্দা। বড় হয়েছি এক সঙ্গে।" তাঁর দাবি, মাসি-মেসো, তাঁরা ২ ভাই-বোন, শোভনের মা-বাবা এক সঙ্গে গানের মহড়া দিতেন একটা সময়। অযথা তাঁর গায়ে যাতে রাজনৈতিক রং না লাগে তার জন্যেই এই পরিচয় তিনি সামনে আনেননি কখনও। দীপ্সিতাও গান নিয়ে আলাদা করে তাই মুখ খোলেননি। "বোন যদি অনুরোধ জানায় আমি রাখব না? আমি কিন্তু বোনের অনুরোধ রাখতে গানটা গেয়েছি। দলের নয়'' যুক্তি শোভনের।

এই মুহূর্তে অনেকের মুখে মুখে ঘুরছে দীপ্সিতার কথা। ছেলেবেলার কথা জানতে চাওয়ায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে ২৮ বছরের নবীন প্রার্থী দীপ্সিতা জানান, জন্ম বালিতেই। সেই অর্থে আক্ষরিক অর্থে ভূমিকন্যা। দাদু ১৫ বছর ডোমজুড়ের বিধায়ক ছিলেন। বাবা কাজ করতেন শালিমার ওয়ার্কসে। 'সিটু'-র সক্রিয় সদস্য ছিলেন। জেঠুও আগমার্কা বামপন্থী ছিলেন। মা দীপিকা ঠাকুর চক্রবর্তী দু'বার বালি নিশ্চিন্দাগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। এখনও দলের সঙ্গে যুক্ত। একমাত্র সন্তান। স্কুল ছিল বালিতেই।

আপাদমস্তক রাজনীতির মধ্যে বড় হলেও ছেলেবেলায় নাকি একেবারেই রাজনীতিতে আসার ইচ্ছে ছিল না। প্রথমে ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার। সপ্তম শ্রেনিতে উঠলে শখ হয় নৃত্যশিল্পী হব। আরও পরে ইচ্ছে জাগে অভিনেত্রী হওয়ার। কিন্তু অলক্ষ্যে বসে বুঝি বিধাতা মুচকি হেসেছিলেন। হয়ে গেলেন গবেষক-রাজনীতিক। দীপ্সিতার গবেষণার বিষয় 'পপুলেশন জিওগ্রাফি স্পেশালাইজিং ইন মাইগ্রেশন'। এক কথায় বর্তমান পরিচয় কী? জবাব, 'সমাজবিজ্ঞানী''। রাজনৈতিক জীবন প্রসঙ্গে দীপ্সিতা জানান, আমার রাজনৈতিক জীবনের শুরু আশুতোষ কলেজ থেকে। সেই সময় থেকে তৃণমূলের অত্যাচার দেখেছি। আমাদের নেতা-কর্মীদের মারধর, অত্যাচার করা হয়েছে। ২০১২-তে সেখানে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসে ছাত্র-সংগঠনের ভোটে হেরে যাই। ২০১৩-তে জেএনইউ''তে গেলান। সেখানে দেখেছি, বিজেপির রূপ। এমএ-র প্রথম বর্ষে কাউন্সিলর পদের নির্বাচনে হেরে যাই। '১৪-তে সেখানে স্কুল অফ সোস্যাল সায়েন্সের কাউন্সিলর পদে দ্বিতীয় বৃহত্তম ভোট পেয়ে জিতি। '১৫-তে জেএনইউএসইউ-এর ভোটে সহ সভাপতি পদে হেরে যাই। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন না, বিজেপি কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। আবার বাইরের মানুষজন জানেন না, তৃণমূল কতটা খারাপ হতে পারে। আমি ঘরের ও বাইরের-দুই শত্রুকেই দেখেছি, চিনেছি। মানুষকে সেটাই বোঝাচ্ছি।

এবারের ভোটে তো সিপিএমের তরুণ প্রার্থীরা একটা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে? দীপ্সিতার কথায়, ''এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। এর আগেও শতরূপ ঘোষদের মতো অনেকেই প্রার্থী হয়েছেন। সারা দেশ তথা এ রাজ্যে যুবক-যুবতীরাই আসল স্তম্ভ, তাঁরাই সবচেয়ে বড় সংখ্যক ভোটার। তাঁদের কথা বলতে পারব আমরা। কাজের কথা, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের কথা আমরাই বলি, আমরাই বলতে পারব।'' ১৯৫১ সাল থেকে '৬৭ পর্যন্ত ৪ বার, এর পর ১৯৭২ ও '৮৭ অর্থাৎ মোট ৬ বার বালি বিধানসভা কেন্দ্রে জেতে কংগ্রেস। '৬৯, '৭১ এবং '৭৭ থেকে ২০০৬, অর্থাৎ মোট ৮ বার জেতে সিপিএম। ২০১১-তে দাপুটে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্তা সুলতান সিং জেতেন তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে। তাঁর ঝুলিতে পড়ে ৫০.৪২ শতাংশ ভোট। সিপিএম পায় ৪৪.১১ শতাংশ। '১৬-র ভোটে তৃণমূলের বৈশালি ডালমিয়া পান ৪৬.৯৭ শতাংশ। সিপিএম ৩৩.২৫ শতাংশ। এবারের ভোটে বৈশালি দল বদল করে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন। তৃণমূল প্রার্থী দলে আনকোরা নতুন ডাঃ রাণা চ্যাটার্জি।

এই অবস্থায় বালি এবার কতটা নিরাপদ আসন? দীপ্সিতার কথায়, বালিতে সকলে আমাকে চেনেন। আমার পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাস আছে। দাদু দু''বারের বাম বিধায়ক। সকলেই জানতে চাইছেন, আমার পরিবারের কথা। সকলে ডাকছেন। এতে আমার দায়িত্ব বাড়ছে। তবে, এক্ষেত্রে বলতে চাই, যে সংগঠনের জোর আমাদের ভেঙে গিয়েছিল তৃণমূলের হার্মাদদের হাতে, তা আবার গড়ে উঠেছে। সেটাই আমাদের শক্তি।' ফলাফল কী হবে বলে মনে হচ্ছে? তাঁর জবাব, "ভোট নির্বিঘ্নে হলে আমাদের ফল ভালো হবেই। মানুষ এখন বুঝতে পারছে। ৩৪ বছরে আমাদের অনেক ভুলচুক হয়েছিল। তবে, সেটা যে তৃণমূল-বিজেপির সঙ্গে তুলনীয় নয়, তা এখন বুঝতে পারছেন সকলেই।' বালির ভোট চতুর্থ পর্যায়ে, ১০ এপ্রিল।

রাজ্যপাল রমেশ বৈশ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন তিপ্রা মথার নেতৃত্ব। ছবি নিজস্ব।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধী আইন মানতে জনসাধারণের প্রতি পুলিশের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। আমাদের রাজ্য সহ সারা দেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণের হার দ্রত গতিতে বাড়ছে। এই সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকায় জনসাধারণকে বিশেষ করে বাজার, শপিং মল, অফিস এসব ভিড় এলাকা ভ্রমণের সময় মাস্ক/মুখাবরণ পরিধান করতে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে এবং হাতের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে এক প্রেস বি'প্তিতে আজ এসংবাদটি জানানো হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, 'দ্য ত্রিপুরা এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড-১৯ রেগুলেশনস ২০২০-এর ধারা অনুযায়ী সরকারি নির্দেশিকা অমান্যকারীদের জরিমানা আরোপ করতে পুলিশ এবং প্রশাসন থেকে যৌথ অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে করোনা মহামারী প্রতিরোধে মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কোভিড প্রতিরোধী নিয়ম মানতে এবং নির্দেশিকা পালনে প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা থেকে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ এপ্রিল।।প্রকাশ্য দিবালোকে আবার বাইক চুরি বিশালগড়ে। মঙ্গলবার দুপুরে দুঃসাহসিক এই চুরি কান্ড সংঘটিত হয়েছে বিশালগড় সিপাহী জলা অভয়ারণ্য। বাইক মালিক জসীমউদ্দীন জানান অভয়ারণ্য চিড়িয়াখানা সংলগ্ন সড়কের ধারে টিআর০১বি ৮৩৭৩ নম্বরে কালো রঙের পালসার বাইক টি রেখে ভেতরে নির্মাণ কাজ করছিলেন। কাজ সেরে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে বাইক টি উধাও। সব শেষে জসিম উদ্দিন এবং তার সহকর্মীরা সিপাহী জলা অভয়ারণ্য খোঁজাখুঁজি করেন পরে বাইক টি না পেয়ে বুঝতে পারেন সেই বাইক টি চুরি হয়েছে। খোঁজ করা হয় বিশালগড় এর বিভিন্ন সন্দেহ প্রবন এলাকা গুলোতেও। কিন্তু কোথাও না পেয়ে। জসীমউদ্দীন দ্বারস্থ হন বিশালগড় থানায়। কিন্তু থানা বাবুরা এখনো বাইকটিকে উদ্ধার করতে পারেনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিদ্যুৎ নিগমের খামখেয়ালিপনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। বিদ্যুৎ নিগমের কাজকর্মে কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নম্বর ওয়ার্ডের মানুষজন ।বিদ্যুৎ দপ্তরের খামখেয়ালিপনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের নকুল দাসের বাড়ির কাছে একটি বিদ্যুতের খুঁটি দীর্ঘদিন ধরেই ঝুলে রয়েছে। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বিষয়টি স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে বারবার জানানো সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারগুলি ঝুলে থাকা যেকোনো সময় বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারে। এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘ এক দেড় বছর ধরে বিদ্যুতের প্রতিটি ঝুলে রয়েছে। এলাকাবাসী অনেকবার সেকেরকোট দারোগাবাড়ি বিদ্যুৎ অফিসে জানিয়েছে। কিন্তু দেব দিচ্ছি বলে মাসের পর মাস কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।এলাকাবাসীর দাবি ঝুলে থাকা এই বিদ্যুৎ খুটি সঠিকভাবে বসানোর ব্যবস্থা করা হোক। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে এলাকাবাসী বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বিশালগড় থানাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কলকলিয়া গ্রামে নতুন করে গড়ে উঠেছে নেশার সাম্রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ এপ্রিল।। বিশালগড় থানার অন্তর্গত কলকলিয়া এলাকার বেশ কিছু জায়গায় নেশার ট্যাবলেট ব্রাউন সুগার সহ মদ ব্যবসা চলছে অবাধে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নেশা কারবারিরা রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এতে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে নাবালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই ।যতদূর জানা গেছে এলাকার বেশ কিছু গন্যমান্য ব্যক্তি তথা বড় মাথার লোকেরা পরোক্ষভাবে হাত রয়েছে। বুধবার বিকেলে কলকলিয়া ১৮ কাঠ এলাকার নারায়ন দাস নামে এক বখাটে যুবক প্রচন্ড নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রাস্তার এদিক থেকে ওদিকে হেলে দুলে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় কলকলিয়া এর সাংবাদিক রোহন নাহা সেই নেশাগ্রস্ত নারায়ণ দেবনাথের তান্ডব ক্যামেরাবন্দি করতে গেলে সাংবাদিক রোহন নাহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল এবং হুমকি দিতে শুরু করে। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এমন আকার ধারণ করেছিল নেশাগ্রস্ত বখাটে যুবক নারায়ন দেবনাথ এক সময় চড়াও হয় সাংবাদিকের উপর আক্রমণ করতে। শেষ পর্যন্ত সাংবাদিক রোহন নাহা বিষয়টি বিশালগড় থানায় জানায়। পরে বিশালগড় থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং ঘটনার তদন্ত ক্রমে জানা গেছে পুলিশ ওই নেশাগ্রস্ত নারায়ণ দেবনাথের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করবে।

রাজ্যের সাংবাদিকরা এখনো সব দিক থেকে সুরক্ষিত নয় আবারো সেই প্রমাণ উঠে আসলো কলকলিয়ার এই ঘটনায়। এলাকার অনেকের দাবি সাংবাদিকের ওপর এমন আচরণে বখাটে নেশাগ্রস্ত নারায়ণ দেবনাথের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। সাংবাদিকের ওপর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এমন আচরণে শুভবুদ্ধি মহল থেকে তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে।

করোনা ঃ সাব্রুমে ঐতিহ্যবাহী বারেণী মেলা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৮ এপ্রিল।। এবছর করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে বন্ধ থাকছে শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাব্রুমের বারুনী স্নান ও মেলা। সাব্রুম শহরের আমতলীর শম্ভুনাথ বাড়িকে কেন্দ্র করে প্রায় এক শতাব্দিরও বেশী সময় ধরে চলে আসছে বারণী স্নান ও মেলা।ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ফেনী নদীর জলে বারুনীর পুণ্য লগ্নে দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় রীতি নীতি অনুসারে তর্পণ করে থাকেন। এই বারুনী স্নানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বারুণী মাঠে বসতো বিশাল মেলা। যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের পসরা নিয়ে হাজির হত।বারুনী মেলার উদ্দেশ্যে এ বছরও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দোকানিরা মেলার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। কিন্তু মেলা না হওয়ার কারণে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হন। যার ফলে তারা যে পয়সা খরচ করে এখানে আসেন সেটাও লোকসান হয়। গতবছরও লকডাউনের কারণে এই শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বারুনী স্নান ও মেলা হয়নি। এবছরও কোভিড ১৯ এর প্রকোপ জারি রয়েছে। রাজ্যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গত ৬ই এপ্রিল ।তাই সকলের ধারণা ছিল অন্যান্যবারের মতো জাকজমক পূর্ণ না হলেও ধর্মীয় রীতি মেনে ছোট পরিসরে অন্তত মেলা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে এবছর বারুনী মেলা করার জন্য অনুমতি দেওয়া যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়। শম্ভুনাথ বাড়ি বারুনী স্নান ও মেলা আয়োজক কমিটি প্রশাসনের নির্দেশ মেনে বারণী স্নান মেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। করোনার পাশাপাশি মহকুমা শাসকের তরফ থেকে মেলা কমিটিকে জানানো হয় যে শুধুকোভিড ১৯ এর কারণে নয় সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়াতে বিএসএফ এর তরফ থেকে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে না পারার কারণেই বারণী স্নান ও মেলার অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না।

অতিরিক্ত

● প্রথম পাতার পর

আনার জন্যে তিনিই যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিছুদিন আগেও লক্ষাধিক টাকা খরচ করে চিকিৎসা করিয়েছেন।

কিন্তু তাকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। তার ছেলের মৃত্যুর জন্য তিনি পুলিশকে অনেকাংশে দায়ী করেছেন। পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান জোরদার হলে শুধু তার ছেলে নয় এলাকার বহু যুবক ভয়ঙ্কর কবল থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হত। কিন্তু পুলিশ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে মৃতের বাবা অভিযোগ করেছেন। সাধু টিলা এলাকাসহ পার্শবর্তী এলাকা গুলিতে নেশার বাড়বাড়ন্ত দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। পুলিশ এসবের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে যুবসমাজ আরো ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ধাবিত হবে বলে এলাকার মানুষজন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করে খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান কোন ভবঘুরের পচা গলা মৃতদেহ এটি। দুই থেকে তিন দিন আগে মৃত্যু হয়েছে এই ব্যক্তির। মৃতদেহটি পচা গলা হওয়ায় উর্দতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মূলে ঘটনাস্থলেই ময়নাতদন্ত করা হয় বলে জানিয়েছে তেলিয়ামুড়া থানার এস.আই শ্যামল দেবনাথ।পুলিশ এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলাগ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

জায়গা কি করে একজন অফিসার কারো সাথে যোগাযোগ না করে দখল করেনেয়। তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও মিঠুন দাসের বিরুদ্ধে খামারের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।এদিকে জানা যায় বনদপ্তরের অফিসার মিঠুন দাসের বিরুদ্ধে আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। বলপূর্বক জায়গা দখল করে সেই জায়গার মধ্যে কিছু গাছ লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া তার মূল লক্ষ্য। এখন দেখার বিষয় সরকারি খামারের জায়গা কাউকে না জানিয়ে দখল করার পরিপ্রেক্ষিতে ডক্টর এবং দপ্তরের মন্ত্রী কি ভূমিকা নেন।

মাস্ক

● প্রথম পাতার পর

মাস্ক পরিধান করে সে জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা মাস্ক পড়ে নি তাদের প্রত্যেককে প্রথম পর্যায়ে দুশ টাকা করে আর্থিক জরিমানা করা হয়।একই অপরাধের জন্য দ্বিতীয়বার ৪০০টাকা করে জরিমানা করা হবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়।পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এ ধরনের সচেতনতামূলক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা করেছেন। তাতে, তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, করোনা আক্রান্ত হওয়ায় নিজেকে বাড়িতে আইসোলেশনএ রেখেছি। সকলে সাবধানে এবং সুরক্ষিত থাকবেন। অবশ্য, শারীরিক দিক দিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রীর কোন সমস্যা হচ্ছে না। করোনা আক্রান্ত হলেও তাঁর দেহে কোন উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না। তবে, এখন তিনি চিকিতকদের নজরদারি-তে থাকবেন।

ভারতে

● আটের পাতার পর

দিচ্ছে, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫৯,২৫৮ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১, ১৮,৫১,৩৯৩ জন করোনা-রোগী (৯১.৬৭ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১,২৬,৭৮৯ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২৯,২৮,৫৭৪-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬৮৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬৬,৮৬২ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ১০ হাজার ৩১৯ জন (৭.০৪ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৬৬,৮৪৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৯ কোটি ০১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬৭৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২৯,৭৯,২৯২ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

এডিসি নির্বাচনের ভোট গণনা ঃ খোয়াইয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ৯-হালাহালি- আশারামবাড়ি (এস টি) এবং ১২- রামচন্দ্রঘাট (এস টি) আসনের ভোট গণনার কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ খোয়াই জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে ভোট গণনার কাজে নিয়োজিত কাউন্টিং সুপারভাইজার ও কাউন্টিং অ্যাসিসটেন্টদের নিয়ে এক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে এই দুই আসনের রিটার্নিং অফিসার তথা মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী কিভাবে গণনার কাজ সম্পন্ন করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে এই দুটি আসনের ভোট গণনা মহকুমা শাসক কার্যালয়ের দুটি কাউন্টিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

বাকবিতণ্ডা দেখতে পান। তাদের বিবাদের মীমাংসা করতে যান অটোচালক উপেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথ মধ্যস্থতার কথা বলতেই অলটো গাড়ির চালক সহ কিছু লোক উপেন্দ্র নাথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গণহারে প্রহার করে। তারপর সেখান থেকে গুরুতর অবস্থায় অটোচালক উপেন্দ্র নাথকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিবিতে রেফার করেন। যদিও আর্থিক অনটনের কারণে তাকে জিবিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এদিকে আজ সকাল ৯ টা থেকে ধর্মনগর ও কদমতলার সকল যান চালকরা কদমতলা-ধর্মনগর সড়ক অবরোধ করে বসেন। কদমতলা ও নতুন বাজার এলাকায় দু'টি পৃথক স্থানে অবরোধে বসেন যান চালকরা।পথ অবরোধকারী চালকদের দাবি, নিরীহ অটোচালক উপেন্দ্র নাথের উপর অতর্কিত হামলার ঘটনায় জড়িত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে উপেন্দ্র নাথের উপর আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অবরোধকারীদের জোরালো দাবি, যদি প্রশাসন আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিরীহ অটোচালক উপেন্দ্র নাথের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার না করে তাহলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পথ অবরোধ ও কদমতলা থানা ঘেরাও করা হবে।টানা তিঘণ্টা কদমতলা-ধর্মনগর সড়ক অবরোধ থাকার ফলে স্কুলপড়ুয়া, কলেজ পড়ুয়া, সরকারি অফিসের কর্মচারী থেকে শুরু করে পথচলতি যাত্রীরা চরম হয়রানির শিকার হন।

তিপ্রা মথা

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কমিশন স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত করতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এ জন্য সিপিআইএম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। সাংবাদিক সম্মেলন করে বৃহস্পতিবার এমনটাই অভিযোগ তুললেন গণমুক্তি পরিষদের রাজ্য নেতা জীতেন্দ্র চৌধুরি। যারা ভোটের দিন এ ধরনের সন্ত্রাস করেছে তারা ভোট গণনার দিন জবরদস্তি, বল প্রয়োগ এবং ফলাফল ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করতে পারে। কারন এর নজির আছে ত্রিপুরা তিন বছরে চারটি নির্বাচনে। তাই নির্বাচন কমিশনেরকে জানানো হয়েছে। যাতে এদিন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভোট কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী এবং রাজ্য সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা যাতে করা হয়। গণনা কেন্দ্রে পাশে ভিডিওগ্রাফি করা ও সিসি টিভির ব্যবস্থা করা। যাতে সব ধরনের রেকর্ডিং ব্যবস্থা হয়। এবং গণনা কেন্দ্রে যদি কোন প্রশাসনিক আধিকারিক কোন রাজনৈতিক এজেন্ট হয়ে কাজ করতে চায় তাহলে তাকে যাতে সাথে সাথে বরখাস্ত করা হয় তার দাবি জানানো হয়েছে কমিশনারের কাছে বলে জানান শ্রী চৌধুরি। তিনি আরো বলেন, পুনভোট শুধু সি পি আই এম চায় না। অন্যান্য দলও চাইছে। কারন মানুষ খুব কষ্ট করে ভোট দিয়েছে। কমিশনের যদি বিষয়টি সততার সাথে যাচাই না করেন তাহলে রাজ্যের জনগণ মেনে নেবে না। তাই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সর্বশেষ দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকেও এদিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবী জানানো হয়েছে এডিসি ভোটের গণনার দিন প্রতিটি গণনাকেন্দ্রে যাতে সিসিটিভির ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি যাতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নাইট কারফিউয়ের বদলে 'করোনা কারফিউ' শব্দবন্ধ ব্যবহারের আরজি জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "রাত ৯টা বা ১০টা থেকে সকাল ৫টা অথবা ৬টা পর্যন্ত নাইট কারফিউয়ের সময় হওয়া উচিত। সংক্রমণ রুখতে কনট্যাক্ট ট্রেসিং করা উচিত। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব ও ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলি করোনার সর্বোচ্চ সংক্রমণের প্রাথমিক ঢেউ দেখেছে। তাই মানুষের মধ্যে কিছুটা গাফিলতি দেখা যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রশাসনের মধ্যে ঢিলেমি দেখা যাচ্ছে। এমনটা করলে চলবে না।"

মধ্যপ্রদেশের সমস্ত শহুরে এলাকায় শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করল সরকার। ইন্দৌর ও ভোপালে প্রতিদিনই করোনা সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শেষ ২৪ ঘণ্টায় রাজ্য জুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা পেরিয়ে গিয়েছে ৪ হাজারের গণ্ডি। মোট আক্রান্ত পৌঁছে গিয়েছে ৩.১৮ লক্ষ। বুধবার ইন্দৌরে ৮৬৬ জন নতুন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে ৭৪,৮৯৫-এ। ভোপালে শেষ ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে ৬১৮। এই শহরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৫ হাজার ২৫৫। এই রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৪ হাজার মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছে, স্থানীয় চন্দ্রা লেআউট থানার ৬০ জন পুলিশ কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। খবর ছড়িয়ে যাওয়া মাত্রই ওই ৬০ জন পুলিশ কর্মচারীদের আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রক বুধবার এক রিপোর্টে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৯৭৬ জন। এরমধ্যে ৩৫ জন মারা গিয়েছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১০,৩৩,৫৬০জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এরমধ্যে ৯, ৭১,৫৫৬ জন সুস্থ হয়েছেন।

আবার পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা সংক্রমিত ৬ লক্ষ, ২ হাজার ৮০৭। এর মধ্যে অ্যাকটিভ করোনা রোগীর সংখ্যা ১৬ হাজার ১০৯। গতদিনের তুলনায় ১৮১৯ বেশি। করোনার ছোবলে মৃত্যু হয়েছে রাজ্যের ১০ হাজার ৩৭০ জনের। সুস্থ হয়েছেন মোট ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩২৮জন। সংক্রমণের নিরিখে কলকাতার পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। তারপরেই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, এখানে একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৪০০। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৩৩ হাজার ৪৯৯, যার মধ্যে ৬.৪২ শতাংশ রিপোর্ট পজিটিভ।

৭৯৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

● প্রথম পাতার পর

জেলে ঢোকানো হবে তৃণমূলের সমস্ত রোমিওদের। বৃহস্পতিবার হুগলি জেলার চণ্ডীতলার জনসভা থেকে বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন হুগলির চাঁপদানি ও চণ্ডীতলায় জনসভা করেছেন যোগী। প্রথমে চাঁপদানির জনসভা থেকে মমতাকে খোঁচা দিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'মায়ের কথা বলেন দিদি, কিন্তু দুর্গা মায়ের পুজোকে বন্ধ করেন তিনি, মা সরস্বতীর পূজো বন্ধ করেন তিনি, আর গো হত্যার সমর্থন করেন দিদি।' যোগী বলেন, 'এখানকার মানুষ প্রতারিত অনুভব করেন, সেই কারণেই বাংলার যেখানেই যাচ্ছি সেখান থেকেই জয় শ্রীরাম ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।...বাংলায় দিদির সরকার ১০ বছর ধরে আছে, ১০ বছরে গরিব মানুষ ঘর পায়নি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সুবিধা পায়নি, গরিব মানুষ রেশনের সুবিধা পায়নি।' যোগী আরও বলেছেন, 'সিএএ নিয়ে আন্দোলনের সময়, হিংসায় যাঁরা উস্কানি দিচ্ছিল তাঁদের সমর্থন করেছিল তৃণমূল। কিন্তু, উত্তর প্রদেশে আমরা দাঙ্গাবাজদের হোর্ডিং দিয়েছি এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছি। মমতা দিদি এমনটা করতে পারবেন না, কারণ তিনি দাঙ্গাবাজদের তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্ক মনে করেন।' হুগলি জেলার চণ্ডীতলাতেও এদিন জনসভা করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। চণ্ডীতলার জনসভায় যোগী বলেছেন, 'আমার অবাক লাগে যে বাংলায় মা-বোনেরা সুরক্ষিত নয়, তাদের শিক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী বাংলায় শক্তির আরাধ্য দেবী মা দুর্গার পূজা, বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজাকে বন্ধ করেছেলন। মমতা দিদি বলেন এই পুজো করা নাকি সাম্প্রদায়িক। এটা যদি সাম্প্রদায়িক হয়ে থাকে তাহলে এই সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা সম্মান জানাই।' বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'মা-বোনেদের সম্মান রক্ষার জন্য, উত্তর প্রদেশের মতোই অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াড তৈরি করা হবে পশ্চিমবঙ্গে। জেলে ঢোকানো হবে তৃণমূলের সমস্ত রোমিওদের। ২ মের পর দিদিও জয় শ্রীরাম বলা শুরু করবেন।' এদিন বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়র হয়ে প্রচারে নামেন মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'বাবুল আমার জন্য শুধু প্রার্থী নয়, ও আমার পাড়ার ছেলে। ৩ দফার নির্বাচন হওয়ার পর সবাই বুঝতে পারছে কে জিতবে। বাবুল মানুষের জন্য কাজ করে নিজেকে প্রমাণ করেছে।

বিশালগড় কৃষি মহকুমায় উদ্যান জাতীয় ফসল চাষে সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।।বিশালগড় মহকুমায় ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তর থেকে গত অর্থবছরে উদ্যানজাতীয় ফসল চাষে ক'ষকদের সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে ক'ষি মহকুমায় ৫ জনকে ২০ হেক্টর এলাকায় নারিকেল ও সুপারি বাগান করার জন্য জনপ্রতি ১৫ হাজার টাকা করে, ৫ জনকে ক'ষির সাথে মৎস্যচাষে ২৫ হাজার টাকা, ৭ জনকে গাভী পালনের জন্য জনপ্রতি ৪০ হাজার টাকা এবং ১১ জনকে শূকর পালনের জন্য জনপ্রতি ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। তাছাড়াও বৃষ্টি নির্ভর এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচিতে মহকুমার সুতারমুড়া এলাকায় ২০ হেক্টর এলাকায় বিভিন্ন উদ্যান জাতীয় ফসলচাষের জন্য ২০ জনকে জনপ্রতি ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বিশালগড় মহকুমা ক'ষি তত্ত্বাবধায়ক প্রিয়তোষ সরকার এই সংবাদ জানান।

স্থিতিশীল

● প্রথম পাতার পব

ক্লোজড কন্টাক্ট হিসেবে যারাই ছিলেন তাদের পাঁচদিন পর কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

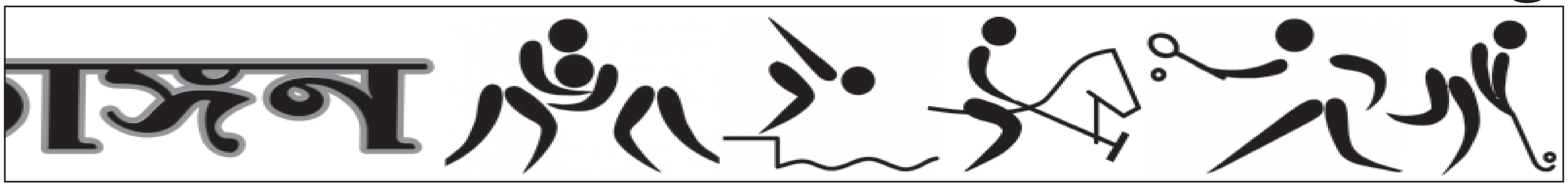

এটাই কি ধোনির শেষ আইপিএল উত্তর দিলেন সিএসকে সিইও

মুম্বই: আইপিএলের জন্মলগ্ন থেকেই চেন্নাই সুপার কিংস-কে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। মাঝে দু'' বছর সিএসকে-র নির্বাসনের কারণে পুণে ওয়ারিয়র্সে গিয়েছিলেন ধোনি। দক্ষিণের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে তিনটি আইপিএল ট্রফিও দিয়েছেন মাহি। কিন্তু ২০২১ আইপিএলর পরই খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগকে বিদায় জানাবেন ধোনি? তেমন সম্ভাবনা নেই। আইপিএলের চতুর্দশ সংস্করণ শুরুর ঠিক আগে এমনটাই জানালেন সিএসকে সিইও ।আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় সফলতম (মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পর) দল সিএসেকে। কিন্তু গত আইপিএলে সাত নম্বরে শেষ করেছিল ধোনি অ্যান্ড কোং। আইপিএলের ইতিহাসে প্রথমবার এত খারাপ ফল করে সুপার কিংস। গত বছর আইপিএলের ঠিক আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই জিনিয়েছেন দু''বারের বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক। অনেকেই মনে করেছিলেন, মরু শহরে আইপিএলের পরই এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ থেকে বিদায় নেবেন মাহি। কিন্তু এমনটা হয়নি।২০২১ আইপিএলেও চেন্নাই সুপার কিংসকে নেতৃত্বে দিতে দেখা যাবে ধোনি। শুধু তাই নয়, এই আইপিএলের পরও ধোনির অবসরের কোনও সম্ভাবনা নেই। এমনটাই জানালেন সিএসকে সিইও কাশী বিশ্বনাথন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-কে দেওয়া একক সাক্ষাতারে তিনি জানান, ধোনির এটাই শেষ আইপিএল নয়। তিনি বলেন, ''মনে হয় না, এবারই ধোনি শেষবারের মত আইপিএল খেলতে নামছেন। যদিও এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত মতামত। তবে এই মুহূর্তে তাই আমরা ওর উত্তরসূরি নিয়েও ভাবছি না।''শনিবার ওয়াংখেড়েতে দিল্লি ক্যাপিটালসের মুখোমুখি চেন্নাই সুপার কিংস। প্রথম ম্যাচের আগে সিএসকে কর্তা বলেন, ''শেষবার আমাদের বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কয়েকজন ভালো ক্রিকেটারকে ছাড়া যেমন নামতে হয়েছিল, তেমন কোভিডে বেশ কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছিল। যে গুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কিন্তু এবার দল ভালো ছন্দে রয়েছে।''দিন পাঁচেক আগেই এবারের দল নিয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন সিএসকে-র ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এক সাক্ষাতারে হাসি জানান, ''আমার মনে হয়, এবার আমাদের দল অত্যন্ত ব্যালেন্ডস। দলের প্রতিটি বিভাগেই গভীরতা রয়েছে। ছেলেদের প্রস্তুতিটা দারুণ হয়েছে।'' মুম্বই উড়ে আসার আগে চেন্নাইয়ে বেশ কয়েকদিনের কন্ডিশনিং ক্যাম্প করেছিল সুপার কিংস। শুধু তাই নয়, প্রথম দল হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করেছিল ধোনি অ্যান্ড কোং। গত আইপিএলে ভাইস-ক্যাপ্টেন সুরেশ রায়না না-খেললেও এবার প্রথম থেকেই মাঠে নামতে তৈরি ধোনির বিশ্বস্ত সেনাপতি।

ওয়াংখেড়ে থেকে খেলা সরানোর আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বাসিন্দাদের

ওয়াংখেড়ের কাছাকাছি যাঁরা বসবাস করছেন তাঁরা আইপিএল ম্যাচ সরানোর আবেদন করেছেন। কোভিড ১৯ সংক্রমণের কারণে মহারাষ্ট্র ও মুম্বইতে ক্রমশই সংক্রমণ বাড়ছে। আর এই নিরিখেই আইপিএল ২০২১ -র ম্যাচ ওয়াংখেড়েতে সরাতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে চিঠি দিয়েছেন সেখানের স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের আবেদন অন্য কোনও ভেন্যুতে সরিয়ে দেওয়া হোক ম্যাচ। টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ি ২ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরা এই মর্মে চিঠি দিয়েছেন ।স্থানীয় বাসিন্দারা ভয় পাচ্ছেন বিভিন্ন ক্রিকেট দলগুলি এলেই প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় করবেন। তাঁরা নিজেদের ফেভারিট তারকাদের এক ঝলক দেখার জন্য সেখানে জড়ো হবেন। ইতিমধ্যেই সেখানের বিভিন্ন বাড়ি সিল করে দেওয়া হয়েছে। মেরিন ড্রাইভ রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের এক সদস্য জানিয়েছেন তাঁরা আবেদন করেছেন ম্যাচ এমন ভেন্যুতে সরিয়ে দেওয়া হক যেটা মানুষের বসবাসের এলাকা নয় ।তিনি আরও বলেছেন, ''''রাজ্য সরকাররা ধর্মীয় ও সামাজিক কাজকর্ম যেমন বিয়ে, মৃত্যু সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাধা নিষেধ জারি করছেন সেখানে এরকম একটা জিনিসকে এই খারাপ সময়ে কী করে ছাড় দেওয়া হল। আইপিএলের জনপ্রিয়তা ও মাত্রার কথা মাথায় রেখে কী করে এই সম্মতি দেওয়া হল। """আরেক বাসিন্দার মতে . """প্রত্যেক বছর ম্যাচের সময় এলাকায় প্রচুর পার্কিং সংক্রান্ত বিধিনিষেধ থাকে যা সিনিয়র বাসিন্দাদের জন্য খুবই অনভিপ্রেত বিশেষত এই কোভিডের সময়। """১১ গ্রাউন্ড স্টাফ এই মুহূর্তে করোনা পজিটিভ। প্লেয়াররা যেরকমভাবে একটা জায়গার মধ্যে থাক গ্রাউন্ড স্টাফরা সেভাবে থাকতেন না। তাঁরা সাধারণত ট্রেনে করে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এমসিএ এখন তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছে। তারা এই সময়টা পুরোটাই স্টেডিয়ামের মধ্যে থাকবে। তবুও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা অত্যন্ত জোরালো ।এদিকে শুধু এঁরা নয় সম্প্রচারকারী সংস্থার ১৪ জন ইতিমধ্যেই করোনা পজিটিভ হয়েছেন। সম্প্রচারকারী সংস্থার সদস্যরা সকলেই মুম্বইয়ের ফোর সিজনস হোটেলে ছিলেন সেখানেই তাঁরা পজিটিভ হন। দলে রয়েছেন ডিরেক্টর, ইভিএস অপরেটর্স , প্রডিউসার, ক্যামেরাম্যান ও ভিডিও এডিটর।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের পথে এক পা-এগিয়ে গেল চেলসি

সেভিয়া: ম্যাসন মাউন্ট ও বেন চিলওয়েল জুটিতে পোতর্োকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের পথে এক পা-এগিয়ে গেল চেলসি। বুধবার রাতে সেভিয়ায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে পোতর্োকে ২-০ গোলে হারায় ইংলিশ ক্লাবটি। আগামী মঙ্গলবার ফিরতি লেগে মুখোমুখি হবে দুই দল। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে এদিন বায়ার্ন মিউনিখকে হারায় পিএসজি ।করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ভ্রমণে বিধিনিষেধের কারণে শেষ আটে চেলসি ও পোতর্োর দুই লেগের লড়াই সেভিয়ায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ম্যাচে খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে না-পারলেও জয় তুলে নেয় চেলসি। সেই সঙ্গে প্রথম লেগে পোতর্োকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে ওঠার পথে কিছুটা হলেও এগিয়ে গেল টমাস টুখেলের দল। শেষ ষোলোর দুই লেগেই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে সাত বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে চেলসি টুখেল দায়িত্ব নেওয়ার পর সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে টানা ১৪ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর গত শনিবার প্রিমিয়র লিগে ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়নের কাছে হারে চেলসি। অনুশীলনে সংঘাতে জড়ান দলের দুই সদস্য কেপা আরিসাবালাগা ও আন্টোনিও রুডিগার। প্রিমিয়র লিগে বড় হার আর মাঠের বাইরের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চেলসির জয় নি:সন্দেহে স্বস্তি দেবে কোচ টুখেলকে ।ম্যাসন মাউন্ট ইংলিশ দলটিকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান বেন চিলওয়েল। সেই ব্যবধান ধরে রেখে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নেয় চেলসি। শুরু থেকে বল দখলে আধিপত্য রাখলেও খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। প্রতিআক্রমণে সুবিধা করতে পারেনি পোতর্োও। ৩২মিনিটে গোলের উদ্দেশে প্রথম শটেই অবশ্য এগিয়ে যায় চেলসি। জর্জিনিয়োর পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে ডান পায়ের শটে গোল করে চেলসিকে এগিয়ে দেন মাউন্ট। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইংলিশ এই মিড-ফিল্ডারের এটাই প্রথম গোল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নক-আউট পর্বে চেলসির কনিষ্ঠ গোলদাতা হলেন মাউন্ট। মাত্র ২২ বছর ৮৭ দিন বয়সে চেলসিরে হয়ে এই নজির গড়লেন তিনি ।ম্যাচের ৫৫ মিনিটে পোতর্োর ফরোয়ার্ড লুইস দিয়াসের ডি-বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পরে আর বেশি সুযোগ পায়নি পোতর্োে। ৮৫ মিনিটে চিলওয়েলের গোলে ব্যবধান বাড়ায় চেলসি। প্রতিপক্ষের ভুলে বল পেয়ে ডি-বক্সে ঢুকে গোলরক্ষককে কাটিয়ে ফাঁকা জালে বল জড়ান এই ইংলিশ ডিফেন্ডার।

লাল-নীল-গেরুয়া...! ''রঙ'' ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা ''খাচ্ছে''? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম ''সংবাদ''! ''ব্রেকিং'' আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ''রঙ'' লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে ''ফেক'' তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই ''ফ্রি'' নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের সুযোগ নষ্ট ভারতের

আর্জেন্টিনা সফরে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে ভারতীয় পুরুষ হকি দল। বুধবার দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে তারা ৪-৪ গোলে ড্র করে অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী দলের বিরুদ্ধে।মঙ্গলবার প্রথম ম্যাচে ভারত ৪-৩ গোলে জয়ের পরে এ দিনের ম্যাচেও ছিল আক্রমণাত্মক মেজাজে। তবে শেষ পর্যন্ত জয়ের স্বাদ পাননি হরমনপ্রীত সিংহরা। এ দিনের ম্যাচে ভারতের হয়ে জোড়া গোল করেন বরুণ কুমার। বাকি দুই গোলদাতা রাজকুমার পাল এবং রুপিন্দরপাল সিংহ। আর্জেন্টিনার গোলদাতা লিয়েন্দ্রো তোলিনি, লুকাস তোসকানি, ইগনাসিয়ো ওরতিস এবং লুকাস। ১১ এপ্রিল এফআইএইচ হকি প্রো লিগে ফের লড়াই দুই দলের।মঙ্গলবার প্রথম অনুশীলন ম্যাচে হরমনপ্রীত সিংহদের দাপটের সামনে পাল্লা দিতে পারেনি আর্জেন্টিনা। বুয়েনোস আইরেসে ভারতের হয়ে প্রথম ম্যাচে গোল করেন নীলকান্ত শর্মা (১৬ মিনিট), হরমনপ্রীত (২৮ মিনিট), রুপিন্দর পাল সিংহ (৩৩ মিনিট) ও বরুণ কুমার (৪৭ মিনিট)। আর্জেন্টিনার গোলদাতা লিয়েন্দ্রো তোলিনি (৩৫, ৫৩ মিনিট) ও মাইকো কাসেয়া (৪১ মিনিট)। ম্যাচের পরে ভারতের কোচ গ্রাহাম রিড বলেন, ''অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে জয়টা সবসময়ই তৃপ্তি দেয়। ছেলেরা তাই দারুণ খুশি। প্রমাণ হয়ে গেল, ভারতের এই দলটা কতটা আত্মবিশ্বাসী।'' যোগ করেন, "বৃত্তের মধ্যে আমরা আজ কিন্তু বারবার সুযোগ তৈরি করেছি। এটা খুবই ভাল লক্ষণ। আশা করি এই ছন্দটা ধরে রাখা যাবে। তা ছাড়া গোলও ছেলেরা করেছে। এবং প্রত্যেকটাই দারুণ গোল।

বিসিসিআইয়ের জন্য মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনা

মুম্বই: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ -র ১৪ তম মরশুমে ৯ এপ্রিল শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। এদিকে ক্রিকেটার, ফ্রাঞ্চাইজি সদস্যরা, সম্প্রচারকারী সংস্থা এবং টুর্নামেন্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য লোকদের মধ্যে আস্তে আস্তে করোনা সংক্রমণের কেস বাড়তে শুরু করেছে। যা বিসিসিআইয়ের জন্য মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। টুর্নামেন্ট চলাকালীন সকলকেই বায়োবাবল বা জৈব সুরক্ষাবলয়ের অংশ হয়ে থাকতে হবে। মাঠে দর্শকও ঢুকতে দেওয়া হবে না। তবুও এই মিলিয়ন ডলার টুর্নামেন্ট শুরুর আগে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। করোনার সঙ্গে লড়াই করতে বিসিসিআই আধিকারিকরা নতুন নতুন প্ল্যান করতে বাধ্য হচ্ছেন। তারা কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন করেছেন তারা যে সব বিমান বন্দর দিয়ে যাতায়াত করবেন সেখানে আলাদা চেকইন -চেক আউট কাউন্টার করার আবেদন করেছেন। এছাড়াও বায়োবাবল ইন্টিগ্রিটি আধিকারিক রাখা, রোজ করোনা টেস্ট করার মতো বিষয়গুলিও অংশীভূত করা হচ্ছে। একদিন আগেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে যুক্ত কিরণ মোরে এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের ক্রিকেটার ড্যানিয়েল স্যামস করোনা পজিটিভ হয়েছেন। এখন অবধি আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত মোট ৩৬ জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন ।গত বছর আইপিএলের মরশুম দেশের মাটিতে আয়োজন করা যায়নি করোনা পরিস্থিতির জন্য। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আয়োজন করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল তার থেকেই এবারে দেশের মাটিতে আইপিএল আয়োজন করতে চেয়েছিল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে অবশ্য সব ফ্রাঞ্চাইজি দল ঘুরলেও মাত্র তিনটি আলাদা ভ্যেনু ছিল এবং সেখানে সব দলগুলি বাসে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করত ।তবে ২০২১ -র আইপিএল ছ''টি শহরে আয়োজন করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে মুম্বই, দিল্লি, কলকাতা, আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু ও চেন্নাই। দলগুলিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে প্লেনে চাপতে হবে। আর এয়ারপোর্টে এলেই নতুন করে সংক্রমিত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকবে প্রবল। বিশেষত এই মুহূর্তে মুম্বই ও দিল্লিতে করোনা সংক্রমণের হার যেভাবে বাড়ছে তাতে উদ্বেগে রয়েছে খোদ প্রশাসনও। সারা দেশেই করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ ধাক্কা মেরেছে ।এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিসিসিআই আইপিএলের জন্য আলাদা চেকইন ও চেকআউট কাউন্টার চেয়েছ যাতে তাদের বায়োবাবল সুরক্ষিত থাকে। চেন্নাই এয়ারপোর্টে এরকমভাবেই একজনের করোনা টেস্ট নেগেটিভ আসলেও পাঁচদিন বাদে সে করোনা সংক্রমিত হয়েছে। এরপরেই পরিস্থিতি আরও উদ্বেগ বাড়িয়েছে। প্রতিটা দল বায়োবাবলে ঢোকার তিন দিন পর এয়ারপোর্টে যাত্রা করবে।

পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা ফিফার

বিপাকে পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশন বা পিএফএফ। পাক ফুটবল সংস্থার কাজে তৃতীয় পক্ষ হস্তক্ষেপ করায় বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফার রোষানলে পড়ল তারা। নির্দেশিকা জারি করে সেদেশের ফুটবল ফেডারেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির কথা জানানো হয়েছে ফিফার পক্ষ থেকে ।পাশাপাশি এদিন থেকেই তা জরুরিভিত্তিতে কার্যকর করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তবে কতদিন পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে, তা জানানো হয়নি। এর ফলে আগামিদিনে আন্তর্জাতিক কোনও টুর্নামেন্টেই অংশ নিতে পারবেন না পাক জাতীয় দল কিংবা সেদেশের কোনও ক্লাব ।বিগত বহুদিন ধরেই পাক ফুটবল ফেডারেশনের কাজে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছিল ফিফার পক্ষ থেকে। তবে সম্প্রতি পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। পিএফএফ-এর অফিসের দায়িত্বভার নিজেদের হাতে তুলে নেয় একদল বিক্ষোভকারী। এমনকী ফিফার তৈরি করে দেওয়া কমিটির হাত থেকেও ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয় । এরপরই বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা এই সিদ্ধান্ত নিল ।বিবৃতিতে ফিফার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ''সম্প্রতি লাহোরে পিএফএফের সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ একদল বিক্ষোভকারীদের হাতে চলে গিয়েছে। ফিফার তরফ থেকে নির্বাচিত হারুন মালিকের নেতৃত্বাধীন নর্মালাইজেশন কমিটির হাত থেকে ক্ষমতা সৈয়দ আসফাক হুসেইন শাহের হাতে চলে গিয়েছে। এর আগেও পাকিস্তানকে চিঠি দিয়ে সে ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছিল। আপাতত যতক্ষণ না ক্ষমতা ফিফা নির্ধারিত নর্মালাইজেশন কমিটির হাতে পুনরায় হস্তান্তর হচ্ছে, ততদিন এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে।'' তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও ফিফার কোপে মুখে পড়েছিল পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের। একই কারণে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে ২০১৮ সালের মার্চ পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ফিফা কমিটি তৈরি করে দেওয়ার পরই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

জোড়া গোল এমবাপের

গত বারের ফাইনালে অল্পের জন্য বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল প্যারিস সঁ জঁ-র। এ বার কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম পর্বে বায়ার্নকে তাদেরই ঘরের মাঠে ৩-২ হারিয়ে বদলা নিল পিএসজি। তবে দ্বিতীয় পর্বের খেলা বাকি থাকায় মধুর প্রতিশোধ এখনই হয়তো বলা যাচ্ছে না ।লিগ ওয়ানে নির্বাসিত হয়েছেন। কিন্তু বুধবার রাতে নেমারই বিপদে ফেললেন বায়ার্নকে। ২৮ মিনিটেই ২-০ এগিয়ে যায় পিএসজি। কিলিয়ান এমবাপে এবং মার্কুইনহোসকে দিয়ে গোল করান নেমার। চোটের কারণে এই ম্যাচে ছিলেন না বায়ার্নের রবার্ট লেয়নডস্কি। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলের হয়ে সমতা ফেরান এরিক চৌপো-মোটিং এবং টমাস মুলার।

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Consequence upon non-determination of rate for hiring of vehicle (Bolero) in the 0/o the Sub-Divisional Magistrate, Belonia, South Tripura as per Short Notice Inviting Tender No.F.17(41)SDM/BLN/NAZ/2017/227, dated-08.02.2021.

Further Sealed quotations are invited on behalf of the Government of Tripura, interested lawful owners of light vehicle, 1 (one) **Mahindra Bolero vehicle** having manufacturing year not earlier than 2018 with valid registration issued by the Transport Authority of Tripura for hiring on rental basis initially for a period of 11 (Eleven) month or more for use by the Competent authority of Sub-Divisional Magistrate, Belonia, South Tripura.

Tender/ Quotations should be submitted in plain paper as per format given below:-

Particulars of vehicle with Reg. No.	Year of manufacturing & date of purchase of the vehicle	Name & address of the owner.	Rate quoted		Particulars of D. Cal	
			Detention charge per day (in Rs.)	Rate per Km (in Rs.)	No. & Date	Amount

The terms & conditions of the tender/Quotations may be collected from Nazarat Section, Office of the SDM, Belonia by the interested bidders w.e.f 12th April, 2021 to 20th April 2021 up to 3.00 PM. (on working days and office hours)

Sub-Divisional Magistrate
Belonia, South Tripura,

ICA-C-38/2021-22

কবে, কোথায়, কখন, কার বিরুদ্ধে খেলতে নামবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ?

রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পাঁচ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন। শুক্রবার চিপকের মাঠে বিরাট কোহলীর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালরের মুখোমুখি হবে তারা।মঙ্গলবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে তারা। প্রথম চারটি ম্যাচ চেন্নাইয়ে খেলার পর দিল্লিতে গিয়ে চারটি ম্যাচ খেলবে তারা। ১০ মে কলকাতার বিরুদ্ধে ফিরতি ম্যাচ খেলবে মুম্বই বেঙ্গালুরুর মাঠে। তারপর পঞ্জাব কিংস, চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে খেলে কলকাতায় লিগের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে তারা ব্যাঙ্গালোর ও দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে।গত দুবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের লক্ষ্য এবারও চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইপিএল জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেলা। তবে এবার কোনও দলই ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পাচ্ছে না।

জাগরণ 9 April, 2021, Thursday আগরতলা ৯ এপ্রিল, ২০২১ ইং, ■ ২৬ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে আগরতলায় এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভাইরাসকে পরাস্ত করার জন্য টিকাকরণও একটি উপায় ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এ কোভিড টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, 'ভাইরাসকে পরাস্ত করার জন্য, টিকাকরণ আমাদের কাছে থাকা একটি উপায়।' গত ১ মার্চ ভারত বায়োটেকের কোভাক্সিন টিকার প্রথম দফার ডোজ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন প্রধানমন্ত্রীকে টিকা দিয়েছিলেন পুদুচেরির নার্স পি নিভেদা। বৃহস্পতিবার সকালে এইমস-এ প্রধানমন্ত্রীকে করোনা টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ দিয়েছেন পঞ্জাবের নার্স নিশা শর্মা।
বৃহস্পতিবার সকালে টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, 'এইমস-এ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছি। ভাইরাসকে পরাস্ত করার জন্য, টিকাকরণ আমাদের কাছে থাকা একটি উপায়। আপনি যদি ভ্যাকসিন নেওয়ার যোগ্য হন, তাহলে নিজের টিকা অবশ্যই নিন।' প্রধানমন্ত্রীকে কোভিড টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ দিয়ে ভীষণ খুশি পঞ্জাবের নার্স নিশা শর্মা। সিস্টার নিশা শর্মা জানিয়েছেন, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কোভাক্সিন টিকার দ্বিতীয় ডোজ দিয়েছি আমি। প্রধানমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা এবং তাঁকে টিকা দেওয়া আমার কাছে স্মরণীয় মুহূর্ত।' পুদুচেরির নার্স পি নিভেদা বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে কোভ্যাক্সিনের প্রথম ডোজ দিয়েছিলাম আমি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ফের সুযোগ পেলাম। আমি ভীষণ আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, আমরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছবিও তুলেছি।'

আবাসন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় সহায়তার ৫,৬৬১.৬০ লক্ষ টাকা অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আবাসন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয় চতুর্থ ডিপিআর এর জন্য রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সহায়তার ৫,৬৬১.৬০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। গত ২৬ মার্চ আবাসন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রনালয় কেন্দ্রীয় সহায়তার এই অর্থ রিলিজ করেছে। নগর উন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা আজ এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়ে বলেন, ৪টি ডিপিআর মিলে রাজ্য মোট ৮০,৫৪৪ টি গৃহ নির্মাণের অনুমোদন পেয়েছে। যার মধ্যে ৪১,৬৮০টি গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
নগর উন্নয়ন দপ্তর আরও ৬,৭৮৩টি নতুন গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব সম্পতি আবাসন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুষ্ঠ ও দ্রত বাস্তবায়ণের জন্য ত্রিপুরা উত্তর পূর্বা'ল ও পাহাড়ী রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে রাজ্যকে পুরস্ক'ত করেছেন। বর্তমানে আবাসন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রনালয় পিএমএওয়াই পুরস্কার, ২০২১ এর জন্য ১০০ দিনের প্রতিযোগিতা শীর্ষক কর্মসূচির সূচনা করেছে যা চলবে ৮ মার্চ, ২০২১ থেকে ২০ জন, ২০২১ পর্যন্ত। এই কর্মসূচিতে শ্রেষ্ঠ রাজ্য/পুরনিগম/পুর পরিষদ/নগর প'ায়েত ও সুবিধাভোগীদেরকে পুরস্ক'ত করা হবে।

আসাম ও মণিপুর থেকে উন্নততর চিকিৎসার জন্য রোগী এলেন রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার সুনাম দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার সুফল পরিলক্ষিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের পর এবার আসাম থেকে চিকিৎসার জন্য আগরতলার অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে উন্নত চিকিৎসার জন্য ছুটে এসেছেন রোগী। আজ রোগীর কেমোথেরাপি শুরু হয়েছে। আসামের নিউ বঙ্গাইগাঁও এর বাসিন্দা জহরলাল দাসের (৫৫ বৎসর) টনসিল থেকে গলায় সংক্রমণ হয়েছিল। দুমাস আগে প্রথমে নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ, পরবর্তী সময় গুয়াহাটিতে ক্যান্সার শণাক্ত হয়। এরপর তিনি আগরতলায় উন্নততর চিকিৎসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তিনি রাজ্যে আসেন। ডাঃ পার্থসারথি সূত্রধর তাঁকে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রফেসর পি কে মাইতি, মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ গৌতম মজমদার, ডাঃ পার্থসারথি সূত্রধর, ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা এবং ডাঃ দীপশিখা দাসকে নিয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড তাঁর চিকিৎসা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে অনুসারে আজ রোগীর কেমোথেরাপি শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, আসামের পর এবার মণিপুরের রোগীর চিকিৎসা শুরু হলো এবিভি রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালে। মণিপুরের বাসিন্দা ৭৩ বছর বয়স্ক ভদ্রলোকের কোলনে সমস্যা ছিল। তিনি উন্নততর চিকিৎসার জন্য সম্পতি রাজ্যে আসেন। তাঁর এণ্ডোস্কোপিতে কোলনে ক্যান্সার ধরা পড়ে। গত এক সপ্তাহ আগে এবিভি রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁর অ'োপচারের সিদ্ধান্ত নেন। গত ৭ এপ্রিল সকাল এগারোটা নাগাদ অ'োপচার শুরু হয়। অঙ্কোসার্জন ডাঃ আশিস গুপ্তা ও ডাঃ পীতেশ রাজীব সিং অ'োপচার শুরু করেন। বিকেল ৫টা অবধি প্রায় ৬ ঘন্টাব্যাপী অ'োপচার চলে। অ্যানেসথেসিস্ট ছিলেন ডাঃ মৃণাল দেববর্মা। রোগীর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পাঁচদিনের বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছেন সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : পাঁচদিনের বাংলাদেশ সফরে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন দেশের সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবণে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ-র আমন্ত্রণে এই সফর বলে জানা গিয়েছে। এদিন সকালে ঢাকা পৌঁছে ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণে ফুল দিয়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগী বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেনারেল নরবণে। এরপর তিনি বাংলাদেশের ধানমুণ্ডিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

প্রতি মাসে ১.৬ কোটি ভ্যাকসিন প্রয়োজন মহারাষ্ট্রের ঃ রাজেশ তোপে

মুম্বই, ৮ এপ্রিল (হি.স.): প্রতি মাসে ১.৬ কোটি ভ্যাকসিনের ডোজ প্রয়োজন মহারাষ্ট্রের, সপ্তাহে সেই সংখ্যা ৪০ লক্ষ। কারণ প্রতি দিন ৬ লক্ষ মানুষকে করোনাভাইরাসের টিকা দিচ্ছে মহারাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ তোপে। রাজেশ তোপে এদিন বলেন, 'মহারাষ্ট্রের অর্ধেক জনসংখ্যার রাজ্য গুজরাট। এযাবৎ ১ কোটি ভ্যাকসিন পেয়েছে গুজরাট, কিন্তু মহারাষ্ট্র পেয়েছে মাত্র ১.০৪ লক্ষ ভ্যাকসিনের ডোজ। প্রতি সপ্তাহে ৪০ লক্ষ ভ্যাকসিনের ডোজ প্রয়োজন মহারাষ্ট্রের।' রাজেশ তোপে আরও বলেছেন, 'অন্যান্য দেশে ভ্যাকসিন সরবরাহের পরিবর্তে নিজেদের রাজ্যে ভ্যাকসিন সরবরাহ করা উচিত ভারত সরকারের। কেন্দ্র আমাদের সাহায্য করছে ঠিকই, কিন্তু যতটা সাহায্য প্রয়োজন ততটা সাহায্য করছে না।'
রাজেশ তোপে আরও বলেছেন, 'আমি জানতে পেরেছি ৭ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষ পর্যন্ত কোভিড ভ্যাকসিনের ডোজ বাড়িয়েছে কেন্দ্র। এটাও যথেষ্ট নয়, কারণ প্রতি সপ্তাহে ৪০ লক্ষ ভ্যাকসিনের ডোজ প্রয়োজন মহারাষ্ট্রের, ১৭ লক্ষ টিকার ডোজ যথেষ্ট নয়।' মহারাষ্ট্রকে এযাবৎ কত পরিমানে টিকা দেওয়া হয়েছে সে প্রসঙ্গে রাজেশ তোপে জানিয়েছেন, 'মহারাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত ৭.৫ লক্ষ টিকার ডোজ পেয়েছে কেন্দ্রের থেকে। অথচ উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যকে মহারাষ্ট্রের তুলনায় অধিক ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।'

ভারতে দৈনিক করোনা সংক্রমণ ১.২৬ লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে হু হু করে বেড়েই চলেছে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা। বুধবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,২৬,৭৮৯ জন, এই সংখ্যাই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৬৮৫ জনের প্রাণ। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে ৯.১০-লক্ষের (৭.০৪ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সেরে ওঠাও স্বস্তি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মুক্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন শচিন তেন্ডুলকর

মুম্বই, ৮ এপ্রিল (হি.স.): করোনা মুক্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন মাস্টার ব্লাস্টার শচিন তেন্ডুলকর। বৃহস্পতিবার বাড়ি ফেরার কথা নিজেই জানান শচিন। বলেন, আমি এইমাত্র হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছি এবং পুরোপুরি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম ও আইসোলেশনে থাকব।গত ২৭ মার্চ সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে তেন্ডুলকর অনুরাগীদের জানান যে, তিনি করোনা সংক্রমণের শিকার হয়েছেন। পরে গত ২ এপ্রিল টুইটারেই তেন্ডুলকর জানিয়েছিলেন যে, ডাক্তারদের পরামর্শ মত তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। অবশেষে বৃহস্পতিবার পুনরায় টুইট করেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার খবর জানিয়ে দেন তেন্ডুলকর। আজ টুইটে শচিন লেখেন, 'আমি এইমাত্র হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছি এবং পুরোপুরি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম ও আইসোলেশনে থাকব। আপনাদের শুভকামনা ও প্রার্থনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

অবশেষে অপহৃত সিআরপিএফ-র কোবরা জওয়ান রাকেশ্বর সিংকে মুক্তি দিল মাওবাদীরা

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) অপহৃত কোবরা জওয়ান রাকেশ্বর সিং মানহাসকে অবশেষে মুক্ত করল মাওবাদীরা। সিআরপিএফ সূত্রে এখবর জানা গিয়েছে।
জানা গিয়েছে কোবরা জওয়ান রাকেশ্বর সিং মানহাস মুক্তি পেয়েছেন। বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য ছত্তিশগড়ের বিজাপুর-সুকমা সীমান্তে সিআরপিএফ জওয়ানদের ওপর মাওবাদী হামলায় স্তম্ভিত গোটা দেশ। শনিবার ছত্তিশগড়ের নকশাল অধ্যুষিত অঞ্চলে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল নিরাপত্তারক্ষীরা। আচমকা নকশালরা গুলি চালাতে শুরু করে। মাওবাদী হামলায় এক জওয়ানকে অপহরণ করা হয়। পরে মাওবাদীদের তরফে জানানো হয় তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। এই খবরে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে মনহাস পরিবার। ছত্তিশগড় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাকেশ্বরকে ছাড়িয়ে আনার আবেদন করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। মাওবাদী শীর্ষ নেত্রী মাধবী হিদমা নাকি নিজে ফোন করেছিলেন এক সাংবাদিককে।

জিবিপি হাসপাতালে সফল নিউরোসার্জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। রাজ্যের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে একের পর এক উল্লেখযোগ্য অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে গর্বিত করছেন চিকিৎসকরা। এর ফলে রাজ্যের মানুষ উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন এবং চিকিৎসকদের উপর জনগণের আস্থা ক্রমশ বাড়ছে।
সম্পতি নিউরোসার্জন ডাঃ সিদ্ধা রেড্ডি রাজ্যে একাধিক রোগীর নিউরোসার্জারির সফল অস্ত্রোপচার করেছেন। কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা শিবপদ রায় চৌধুরী (৮৩ বৎসর) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বিছানাতেও শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর প্রাণসংশয় ছিল। জিবি হাসপাতালে নিয়ে এলে গত ৩ এপ্রিল তাঁর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয়। এই অস্ত্রোপচার করেন ডাঃ সিদ্ধা রেড্ডি। অ্যানেস্থেসিস্ট ছিলেন ডাঃ দেবাশিস দাস। অস্ত্রোপচারে ড্ঃ রেড্ডির সঙ্গে ছিলেন ডাঃ দ্বৈপায়ন দত্ত, ও টি সিস্টার বুখরাই জমাতিয়া এবং ও টি টেকনিসিয়ান শুভায়ন চক্রবর্তী। রোগীর অবস্থা এখন স্থিতিশীল। ফলে তাঁর পরিবার পরিজনরা আনন্দিত।
জিরানীয়ার বাসিন্দা জয়ন্ত সরকারের (৪৩ বৎসর) সেরিবাল স্ট্রোকের ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। তাঁরও ৩ এপ্রিল মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচার করেন ডাঃ সিদ্ধা রে-ি। অ্যানেস্থেসিস্ট ছিলেন ডাঃ দেবাশিস দাস। অস্ত্রোপচারে ডাঃ রে-ির সঙ্গে ছিলেন ডাঃ দ্বৈপায়ন দত্ত, ও টি সিস্টার দীপিকা সরকার এবং ও টি টেকনিসিয়ান রাজেন্দ্র মুড়াসিং।
সিমনার বাসিন্দা রঞ্জিত দেববর্মার (২৯ বৎসর) সড়ক দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত লেগেছিল। তাঁরও মস্তিষ্কে অ'োপচার করা হয় গত ১ এপ্রিল। এই অস্ত্রোপচারে ডাঃ রেড্ডির সঙ্গে ছিলেন ডাঃ শুভাশিস লস্কর, ও টি সিস্টার বুখরাই জমাতিয়া এবং ও টি টেকনিসিয়ান পল্লব বৈদ্য। অ্যানেস্থেসিস্ট ডাঃ দেবাশিস দাস। প্রত্যেক রোগীই বর্তমানে বিপদমুক্ত। এই সফল অস্ত্রোপচারের ফলে তিনটি অমূল্য প্রাণ রক্ষা পেল। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

করোনায় আক্রান্ত হলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনরাই

তিরুবনন্তপুরম, ৮ এপ্রিল (হি.স.): ভোট মিটতেই করোনায় আক্রান্ত হলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনরাই বিজয়ন। সম্প্রতি তাঁর শরীরে একাধিক করোনা উপসর্গ দেখা যাওয়ায় করোনা পরীক্ষার নির্দেশ দেন চিকিৎসকেরা। পরীক্ষা হলে বৃহস্পতিবারতাঁর রিপোর্ট পজেটিভ আসে বলে জানা যায়। আর তাতেউ নতুন করে উদ্বেগ বেড়েছে কেরলের রাজনৈতিক মহলে।
মুখ্যমন্ত্রীর দফতর সূত্রে খবর তেসরা এপ্রিল করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নেন বিজয়ন। তবে তিনি অ্যাসিম্পটোম্যাটিক বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে কোঝিকোড়ের মেডিকাল কলেজে ভর্তি করা হতে পারে। এর আগে তাঁর কন্যা বীণা বিজয়ন ও জামাই পি এ মহম্মদ রিয়াস করোনা আক্রান্ত হন। গত ৬ এপ্রিল দেশের চাঁর রাজ্যের সঙ্গে একযোগে ভোট ছিল কেরলে।ওইদিনই করোনা আক্রান্ত হন বিজয়ন কন্যা বিনা। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা পরিবার থেকেই সংক্রমিত হয়েছেন কেরল সিপিআইএম-র এই শীর্ষ নেতৃত্ব।
এদিকে মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশের মত গত কয়েক সপ্তাহে কেরলেও ব্যাপক দাপট বাড়িয়েছে মারণ করোনা। এমনকী গত ২৪ ঘন্টায় গোটা রাজ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৫০২ জন। মারা গিয়েছেন ১৬ জন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি। এদিকে কেরলে করোনা মানচিত্র এও বলছে গত কয়েকদিনে লাগামহীন করোনা সংক্রমণের জেরে বর্তমানে রাজ্যের করোনা গ্রাফ ছুঁয়ে ফেলেছে ১১ লক্ষ ৪৪ হাজারে গণ্ডি। মারা গিয়েছেন ৪ হাজার ৭০০-র বেশি মানুষ। অন্যদিকে গত ২৪ ঘন্টায় গোটা রাজ্যে করোনার কবল মুক্ত হয়েছেন ১ হাজার ৯৫৫ জন। মোট সুস্থ হওয়া রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ লক্ষ ৮ হাজার ৭৮ জন। বর্তমান সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩১ হাজার ৪৯৩ জন।

শেষ হল চতুর্থ দফার নির্বাচনী প্রচার, ৪৪ আসনের ভোটে থাকছে ৭৯৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.) :চতুর্থ পর্যায়ের ভোটের প্রচারের শেষ দিনে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকাগুলিতে ছিল টানটান উত্তেজনা। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রাজ্যের শাসক দলের মূল প্রচারক। অন্যদিকে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ জাতীয় স্তরে বেশ কিছু বিখ্যাত মানুষ দিনভর ব্যস্ত ছিলেন বিজেপি-র প্রচারে। আগামী ১০ এপ্রিল শনিবার রাজ্যের যে ৫ জেলার ৪৪ আসনে ভোট নেওয়া হবে, সেখানে বুথ পাহারায় ৭৯৩ কোম্পানি আধা সেনা মোতায়েন করা হবে।
বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলালের সমর্থনে রোড শো করেন করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি আসনে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হবেন বলে আশা প্রকাশ কর নাড্ডা বলেন, 'এ রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাংলায় প্রকৃত পরিবর্তন আনতে হবে।' এদিন দুপুরে আলিপুরদুয়ার শহরের চৌপথ থেকে নিউটাউন মহাকালধাম মোড় পর্যন্ত রোড শো করেন নাড্ডা। সেই মিছিলে শামিল হন কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক। এদিন মিছিলে যারা হেঁটেছেন, তাঁদের অধিকাংশই গ্রামগঞ্জে থেকে আসা মানুষজন। রাস্তার দুধারের বিল্ডিং থেকে এদিন অনেককে হাত নাড়তে দেখা গিয়েছে। অনেকে সেলফি তুলেছেন, অনেকে আবার জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে গলা মিলিয়েছেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির এই রোড শো ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এদিন শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে নামে জেপি নাড্ডার হেলিকপ্টার। এরপর তিনি শহরের চৌপথী এলাকায় বিজেপির রোড শো'তে উপস্থিত হন। শহরবাসীর কাছে দলীয় প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলালকে ভোট দিয়ে জেতানোর আবেদন জানিয়েছেন নাড্ডা। এদিন তাঁর প্রচারে বাড়তি অক্সিজেন পেলেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি কর্মীরা। মা-বোনেদের সম্মান রক্ষার জন্য, পশ্চিমবঙ্গেও হবে অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াড। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।